RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ২৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৭ নভেম্বর - ৩০ নভেম্বর, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 27, Issue: 23, Cooch Behar, Friday, 17 November - 30 November, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব ঘিরে প্রবল উন্মাদনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ আমলের পরম্পরা মেনেই শুরু হল কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। ২৬ নভেম্বর রবিবার রাত ৯ টা নাগাদ রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা করেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। নিয়ম মেনে ওইদিন উপোস ছিলেন মিনা। রাত সাড়ে ৮ টা নাগাদ মদনমোহন মন্দিরে পৌঁছান তিনি। ধুতি পরে পুরোহিতের পাশে বসে বিশেষ পুজোর রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা করেন। ওই উৎসব ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। ওই রাতেই মন্দিরের বাইরে ভক্তদের ঢল নামে। উদ্বোধনের পরে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া মদনমোহন মন্দিরের দরজা। পুজোর পরে কোচবিহারের জেলাশাসক বলেন, "এমন একটি সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে পুজো করেছি। কোচবিহারের বাসিন্দারা যাতে ভালো থাকেন সে জন্য প্রার্থনাও করেছি।"

রাস উৎসব কোচবিহারের আবেগ। দুটি ভাগে ওই উৎসব হয়। একটি মদনমোহন মন্দিরের ভেতরে পুজো করে রাসচক্র ঘুরিয়ে অপরটি, রাসমেলার উদ্বোধন। সোমবার কোচবিহার রাসমেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং আরও দুই মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক ও সত্যজিৎ বর্মণ। শশী পাঁজা বলেন, "মদনমোহন দেবের মন্দিরে এসে নিজেকে সৌভাগ্যমান মনে করছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এই মেলার উদ্বোধনের সুযোগ করে দিয়েছেন। এই মেলাকে ধর্মীয় পর্যটন বলা যেতে পারে। কোচবিহারকে হেরিটেজ মর্যাদা দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গৌরব তুলে দিয়েছি। রাসচক্র নির্মাতা আলতাফ মিয়াঁ, ছিটমহল আন্দোলনের নেতা মনসুর আলি মিয়াকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য গৌরব অনুভব করছে। ধর্ম যেমন রয়েছে তেমনই রোজগারের জায়গাও হয়ে উঠেছে এই মেলা। ধরে রাখতে হবে।" কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, এবারে মেলা ২১১ বছরে পা দিয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার দোকানি তাদের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন। তার মধ্যে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের ব্যবসায়ীরাও রয়েছেন। কাশ্মীর থেকেও শীতের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এ ছাড়া সার্কাস, নাগরদোলা, মৃত্যুকূপও বসেছে মেলায়। কুড়ি দিন ধরে মেলা চলবে। মেলার কয়েকদিন ধরে রাসমেলার মঞ্চে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে কলকাতা ও মুম্বইয়ের শিল্পীরাও থাকবেন। মদনমোহন মন্দিরের ভিতরে রাসচক্র ছাড়াও আলাদা করে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেই মঞ্চে উৎসবের কয়েকদিন কীর্তন, যাত্রা, ভাগবত পাঠ, বাউল গান, ভাওয়াইয়া গান সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বসবে। কলকাতা, আসানসোল থেকে কীর্তনের দল, যাত্রা দল ওই মঞ্চে অনুষ্ঠান করবেন। কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব বিশ্বদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। কোথাও যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।" রাজ আমল থেকে বংশ পরম্পরায় রাসচক্র তৈরির কাজ করছেন আলতাফ মিয়াঁর পরিবার। এবারে আলতাফের ছেলে আমিনুর হোসেন রাসচক্র তৈরি করেছেন। যা এক সম্প্রীতির বার্তা বহন করছে। রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে মদনমোহন মন্দির থেকে গোটা মেলার মাঠ ও মন্দির চত্বর।

এবারে কোচবিহারে সিবিআই অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: এবারে সিবিআই অভিযান হল কোচবিহারে। ২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা নাগাদ কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের খাগরাবাড়ির মহিষবাথানে শ্যামল করের বাড়িতে অভিযান চালায় সিবিআইয়ের একটি দল। ওই বাড়িতে বর্তমানে শ্যামল থাকেন না। সেখানে থাকেন শ্যামলের ভাইপো আশিস কর। শ্যামল একটি বিএড কলেজের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তাঁর জায়গায় রয়েছেন আশিস। সিবিআই সূত্রের খবর, ওই বিএড কলেজের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির একাধিক তদন্তের জন্যেই সিবিআই অভিযান করেছে। শ্যামল করের বিরুদ্ধেই বেশিরভাগ অভিযোগ। কিন্তু শ্যামল এখন কোথায় থাকে কেউ জানে না। সিবিআইয়ের দলটি পরে ওই বিএড কলেজে অভিযান চালায়। সেখানে শ্যামলের ভাই সজল করকে দীর্ঘসময় জিজ্ঞাসাবাদ করে। এমনকী তাঁকে সিবিআই নিজেদের গাড়িতে করে নিয়ে শ্যামলের বাড়িতেও তল্লাশি চালায়। পরে অবশ্য সজলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সজল ওই বিএড কলেজ পরিচালনায় যে ট্রাস্ট বোর্ড রয়েছে তার সদস্য হিসেবে রয়েছেন। তিনি ওই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

এদিন সকালে চারটি গাড়িতে করে সিবিআইয়ের প্রায় পঁচিশজনের একটি দল তল্লাশি অভিযানে নামে। প্রথমে তারা মহিষবাথানে গ্রামে তৃণমূলের কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের সভাপতি সজল সরকারের বাড়িতে চলে যায়। অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তৃণমূল নেতার বাড়িতে সিবিআই অভিযান। তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই তৃণমূল। আসলে নামের বিড়ম্বনাতে ওই ঘটনা ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে। পরে সিবিআই দলটি যায় শ্যামলের বাড়িতে।

ঘন্টা খানেক ওই বাড়িতে থাকার পরে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় সিবিআইয়ের দলটি। একটি দল সেখান থেকে কিলোমিটার দুয়েক দূরে একটি রাজারহাটের টেঙ্গনমারিতে বিএল এডুকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (বিএড ও ডিএলএড) অভিযান চালায়। ওই বিএড কলেজের অধ্যক্ষ কিশোর কুমার দাস বলেন, "আমি একদিন আগেই কলেজে যোগ দিয়েছি। আমার ওই বিষয়ে কিছু জানা নেই। আমাদের কাছে যা নথি চাওয়া হয়েছে তা দিয়ে আমরা সহযোগিতা করেছি।"

ওই বিএড কলেজ ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় থেকে 'ডিএলএড' পড়ানো শুরু হল। এর পরে ২০১৭ সাল থেকে 'বিএড' পড়ানো শুরু হয়। কলেজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ট্রাস্ট বোর্ডে রয়েছেন শ্যামল করের পরিবারের পাঁচ সদস্য। শ্যামল কর ছাড়াও সেখানে রয়েছেন অমল কর, সজল কর, আশিস কর এবং মানসী কর। প্রথম তিনজন সম্পর্কে ভাই, চতুর্থ জন ভাইপো এবং পঞ্চম জন সজলের স্ত্রী। ২০২০ সাল পর্যন্ত শ্যামল ওই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। তারপর থেকে চেয়ারম্যান রয়েছেন আশিস। কলেজের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, শ্যামলের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ করায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে শ্যামলের সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই।

আশিস কর বলেন, "আমাদের কলেজের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। সিবিআই অভিযান সম্পর্কে আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে পাচ্ছি না।" শ্যামলের মোবাইল নম্বরে ফোন করা হলেও 'সুইচ অফ' বলেছে। অনেকে অভিযোগ করেন। কলেজের অফিসার ইনচার্জ জ্যোতিষ্ক সরকার বলেন, "আমাদের কলেজের বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ নয়। প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েই আমরা কলেজ চালাচ্ছি। সে সংক্রান্ত সমস্ত নথি রয়েছে।"

মানিককে পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলরামপুর: অবশেষে গ্রামে ফিরলেন মানিক তালুকদার। শুক্রবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের বলরামপুর গ্রামে নিজের বাড়িতে পৌঁছান তিনি। তাঁকে স্বাগত জানাতে গোটা গ্রামের মানুষ হাজির হয়েছিল তাঁর বাড়িতে। বাজনা বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয় তাঁকে। আতসবাজিও পোড়ানো হয় প্রচুর। মনে হচ্ছিল আবার যেন ওই গ্রামে দীপাবলি ফিরে এসেছে। যা দেখে খুশি হয়ে ওঠেন মানিক। তিনি বলেন, "লড়াই তো অনেক কঠিন ছিল। এ কথা অস্বীকারের জায়গা নেই। কখনও ভয় ভয় করেছিল ঠিকই। আবার পরক্ষণেই মনোবল পেয়েছি। বেঁচে ফিরেছি সবাই। গ্রামে ফিরে খুব ভালো লাগছে। এভাবে মানুষের ভালোবাসা পাব ভাবিনি।" স্ত্রী-পুত্রকে, আত্মীয়দের জড়িয়ে ধরেন তিনি। গত ১২ নভেম্বরে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর সিল্কায়ারা সুড়ঙ্গে ধস নেমে আটকে পড়েছিলেন ৪১ জন শ্রমিক। তাঁর মধ্যে ছিলেন কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বলরামপুরের মানিক তালুকদার। টানা সতেরো দিন সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকে ছিলেন মানিক সহ ওই ৪১ জন শ্রমিক। ওই শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজও হয়েছে জোরকদমে। কিন্তু অগার ড্রিলিং মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার কাজ কিছু সময়ের জন্য থমকে যায়। পরে হাত দিয়ে খনন করে উদ্ধার করা হয় ওই শ্রমিকদের। গত ২৮ নভেম্বর রাতে সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার করা হয় শ্রমিকদের। প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় দেরাদুন মেডিক্যাল কলেজে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ঋষিকেশ এইমসে।

দু'দিন ঋষিকেশ 'এইমস'-এ চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার ছুটি দেওয়া হয় মানিককে। ওইদিন রাতেই ঋষিকেশ থেকে দিল্লি পৌঁছান মানিক। শুক্রবার দুপুর ১ টা নাগাদ দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সেখান থেকে গাড়িতে করে সন্ধ্যায় বাড়িতে পৌঁছান। রাজ্য সরকারের তরফেই মানিকের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা হয়। পরিবারের মানুষ আর মানিককে কাজে যেতে দিতে চায় না। মানিক বলেন, "ছেলে আমার স্নাতক হয়ে বসে রয়েছে। ওঁর একটা কাজ হলে হয়তো আমাকে আর যেতে হবে না। না হলে সংসার চালাতে তো যেতেই হবে। ছেলের কাজের খুব দরকার।" মানিকের ছেলে মণি বলেন, "বাবাকে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। আর বাবাকে যেতে দিতে মন চায় না। আমার একটি কাজের খুব দরকার।"

এদিন সেই সময়ের লড়াইয়ের কথাও তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, "ঘটনার আগের দিন রাতে আমরা কাজে গিয়েছিলাম। সকাল ৮ টা পর্যন্ত ডিউটি ছিল আমাদের। ভোর পাঁচটায় ওই ঘটনা ঘটে। প্রথমটায় সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে নিজেদের মনোবল বাড়িয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছি।"

সীমান্তে পাচারের আগেই গরু আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: ধুমেরখাতা ইন্দো বাংলা সীমান্তে অবৈধভাবে পাচারের আগে ৫৪ টি গরু আটক করল বিএসএফ জওয়ানরা। শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ সিতাই ধুমেরখাতা বিএসএফ ৭৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয় যে শনিবার ভোরে ধুমেরখাতা ইন্দো বাংলা সীমান্তে অবৈধভাবে পাচারকারীরা বাংলাদেশে গরুগুলি পাচার করার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মোট ৫৪ টি গরু আটক করে বিএসএফ জওয়ানরা। যদিও পাচারকারীদের আটক করার আগেই পালিয়ে যায় তারা। বিএসএফের তরফে আরও জানানো হয় যে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আটক ৫৪ টি গরু সিতাই থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।

বীর চিলারায়ের মূর্তি স্থাপনের কাজের পরিদর্শনে এলেন পার্থপ্রতিম রায়

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: অসম থেকে কোচবিহারে ঢোকার মুখেই দেখতে পাওয়া যাবে বীর চিলা রায়ের মূর্তি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা মোতাবেক প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২.৫ টন ওজনের ২৪ ফুট লম্বা বীর চিলা রায়ের মূর্তি বসানোর কাজ চলছে কোচবিহার শহরের উপকণ্ঠে বাবুরহাট চকচকা চেকপোস্টে।

এদিন শিল্পী তাপস বিশ্বাসকে নিয়ে এই মূর্তি স্থাপন করার কাজের পরিদর্শনে এলেন এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, রাজার শহর কোচবিহার এই শহরকে ঘিরে হেরিটেজের কাজ চলছে। আজকে বীর চিলা রায়ের মূর্তি বসানোর কাজ চলছে কিভাবে কাজ

চলছে সেই পরিদর্শনেই এসেছিলাম। তাছাড়াও তিনি জানান, রাসমেলা উপলক্ষে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পক্ষ থেকে কোচবিহারবাসীর জন্য বিশেষ পরিষেবা দেওয়া হবে।

জয়লাভের খুশিতে শিমুলবাড়ি বাজারে বিজয় মিছিল বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়লাভের খুশিতে শিমুলবাড়ি বাজারে বিজয় মিছিল বিজেপির। মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলবাড়ি বাজারে এই বিজয় মিছিল করে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এদিন তারা গেরুয়া আবির দিয়ে নিজেদের মধ্যে অকাল হোলি খেলায় মেতে ওঠে।

মূলত রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় এই তিন রাজ্যে সদ্য বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসন নিয়ে জয়লাভ করে বিজেপি। তারই আনন্দে বিজেপি কর্মীরা এই বিজয় মিছিল করে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা এক্সিকিউটিভ সদস্য তাপস দাস, দিনহাটা বিজেপি ৩ নম্বর মন্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি শুভময় বর্মন, রাজু সরকার ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্ব।

ঐতিহ্যবাহী কালী বিসর্জন ঘিরে ব্যাপক উদ্দীপনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বাইশ দিনের মাথায় মায়ের বিসর্জন করা হলো রবিবার। উত্তরবঙ্গে বৃহত্তম কালী পূজা বলতে বুলবুলচন্ডী বাজার কালী। মালদা জেলার ঐতিহ্যবাহী কালী বিসর্জন ঘিরে ব্যাপক উদ্দীপনা। কালী পূজা শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। তবে এখনো অনেকে ভাবছেন বিসর্জন এতদিন পর। মালদা জেলার ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো মানেই হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী সার্বজনীন শ্রী শ্রী বড়কালী পুজো কমিটি। পুজোর দিন থেকে ২২ দিনের মাথায় ৪৫ ফুটের কালী

বিসর্জন করা হলো বড়কালী মায়ের মূর্তি। এই মেলা চলে ২০ দিন ধরে। তাই বুলবুলচন্ডী সার্বজনীন শ্রীশ্রী কালী পুজো কমিটির পক্ষ থেকে রবিবার দুপুরে মূর্তি নিরঞ্জনে মাতলো বুলবুলচন্ডী বাসিন্দারা। ঢাক ঢোল বাজিয়ে নিয়ম নীতি মেনে মায়ের বিদায় পর্ব শুরু হয় দুপুর থেকে। এই ৪৫ ফুটের বিশাল মায়ের মূর্তি হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। এই মায়ের এবছর ৭৫ বছরে পদার্পণ করল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই বছর মেতে ওঠে। এই বিসর্জনে জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে বহু ভক্ত এই মায়ের বিসর্জন দেখতে ভিড় জমান। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বিশাল আকারের মায়ের মূর্তিকে বিনা চাকায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ডোবাপাড়া মাঠে অবস্থিত নয়নজলিতে বিসর্জন করা হয়।

সিপিআইএমের বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পাঁচ দফা দাবি নিয়ে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকে স্মারকলিপি জমা দিল সিপিআই (এম) দিনহাটা ও গোসানিমারি এরিয়া কমিটি। তারা বিভিন্ন দাবি রাখেন যেমন বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানো ও বেসরকারীকরণ করা চলবে না। ধানের নূন্যতম দাম ২৮০০ টাকা, এমআরপি মূল্যে রাসায়নিক সার বিক্রি, বর্গাদার ও পাট্টাদারদের জমির ওপরে হস্তক্ষেপ না করা ও ভূমি দপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং বৃদ্ধভাতা, বিধবাভাতা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের ভাতা ৩০০০ টাকা করতে হবে দাবিতে দলের পক্ষ থেকে দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের বিডিও-র হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও একটি বিক্ষোভ মিছিলও করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক মন্ডলী সদস্য তারাপদ বর্মন, গোসানিমারি এরিয়া কমিটির সম্পাদক এন্দাদুল হক, জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস, সুজাতা চক্রবর্তী, কৃষক নেতা মণীন্দ্রচন্দ্র রায় ও গৌরাঙ্গ পাইন প্রমুখ।

হাটে ধানের ওজন কমে যাচ্ছে অভিযোগ কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ধানের ন্যায্য ওজন থেকে বঞ্চিত কৃষকরা, গোসানিমারীতে পাইকারদের সতর্ক করলেন তৃণমূল নেতৃত্বেরা। মঙ্গলবার দুপুরে গোসানিমারী অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা ধানের পাইকারদের সতর্ক করতে মাঠে নামে। প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের অভিযোগ গোসানিমারী মুক্ত মঞ্চের মাঠে অস্থায়ী ধান কেনাবেচার হাটে যখন তারা নিজেদের ধান বাড়িতে ওজন করে বেচতে নিয়ে আসে তখন সেই ধান পাইকাররা ওজন করলে সেই ওজন কম হয়ে যায়। তাদের অভিযোগ ৮০ কেজি ওজন করে ধান নিয়ে আসে তবে পাইকারদের কাছে এসে ৭০ কেজি হয়। সেই কারণে কৃষকরা পাইকারদের কাছে বারংবার ঠকে গিয়ে অবশেষে অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে

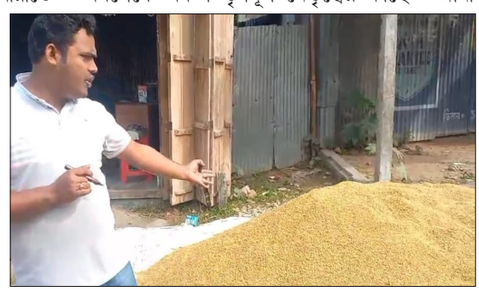

অভিযোগ জানান। এদিন সেই কারণে অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বরা ধান হাটে এসে পাইকারদের ওজন পরিমাপ করা ডিজিটাল যন্ত্রগুলি আটক করে। অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রাখাল রায় জানান, এই ওজন পরিমাপ করা ডিজিটাল যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে যে সঠিক পরিমাপ হচ্ছে কিনা। যদি সঠিকভাবে সেই যন্ত্রগুলো পরিমাপ করে তবে সেগুলো ধানের পাইকারদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদিও অঞ্চল নেতৃত্বকে সতর্ক করতে দেখে একজন ধানের পাইকার আজকের কেনা ধান রেখে নিজের ওজন পরিমাপক ডিজিটাল যন্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। এদিন ধানের পাইকারদের সতর্ক করার সময় উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের সহ সভাপতি মিঠুন চক্রবর্তী, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রাখল রায়, তৃণমূল যুব কংগ্রেস সহ-সভাপতি সোমনাথ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

আমেরিকান টার্কি মুরগি ফেরি করছেন কলকাতার বাসিন্দা মহম্মদ সাবিক

নিজস্ব সংবাদদাতা জলপাইগুড়ি: উত্তরবঙ্গের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমেরিকান টার্কি মুরগি ফেরি করছেন কলকাতার বাসিন্দা মহম্মদ সাবিক। ডুয়ার্স এলাকায় ঘাঁটি তৈরি করে জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ছোট ছোট টার্কি মুরগির ছানা বিক্রি করছেন তিনি। কয়েকটি বড় টার্কিও রয়েছে তাঁর সঙ্গে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকা সহ বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, বর্ধমান ও আসানসোল এলাকায় ব্যাপকহারে চাষ হয় টার্কি মুরগির।

সাবিক জানান, ওইসব এলাকা থেকেই আমেরিকান টার্কি কিনে ব্যবসা শুরু করেছেন। তিনটি টার্কির শাবক বিক্রি করছেন দুশো টাকায়। দু-চারটে করে অনেকেই কেনেন তাঁর কাছ থেকে। এই ছানাগুলো ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যেই দুই থেকে আড়াই কেজি ওজনের হয়ে যায় বলে জানান। টার্কি চাষ করে অনেক বেকারদের স্বনির্ভর হওয়ার রাস্তাও দেখাচ্ছেন সাবিক। আমেরিকান টার্কি মুরগির চাষ বরাবরই বেশ লাভজনক। ঠিকমতো লালন পালন করলে টার্কি চাষ করেও স্বনির্ভর হওয়া যায়। সাবিক জানান, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর, খড়িয়া ও বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় বেশ চাহিদা রয়েছে টার্কি মুরগির। টার্কি মুরগির ছোট ছোট ছানাগুলোকে স্বযত্নে লালন পালন করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে তারা। টার্কির মাংসের বেশ চাহিদা রয়েছে বাজারে।

একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে দিনহাটায় তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তুলতে বিজেপি হটাও স্লোগান তুলে দিনহাটায় মিছিল করলো তৃণমূল। সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দিনহাটা শহরের হেমন্ত বসু কর্নার থেকে বেরিয়ে দিনহাটা শহর পরিক্রমা করে এই মিছিল। মূলত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবি, সঙ্গে তৃণমূলের অভিযোগ বাংলার সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বঞ্চনা করছে। পাশাপাশি এদিনের এই মিছিল নিয়ে দিনহাটা শহর ব্লক যুব তৃণমূলের সভানেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্য অভিযোগ করে

বলেন, গতকাল রাজ্যের রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় রাজ্যে বিজেপির জয়লাভের নামে দিনহাটা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করবার চক্রান্ত করছে বিজেপি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো দুর্বার গড়ে তুলতে বিজেপি হটাও স্লোগান নিউজ এদিনের এই মিছিল বলে জানান তিনি। এদিন মিছিলের উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, কাউন্সিলর পর্থনাথ সরকার, জাকারিয়া হোসেন প্রমুখ। তবে এই বিষয়ে বিজেপির তরফ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আলিপুরদুয়ারের মানুষের আবেগ দুর্গাবাড়ির ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা এবার হচ্ছে। রবিবার পুরসভার চেয়ারম্যান, বিধায়ক ও দুর্গাবাড়ি পুজো কমিটির এক ম্যারাথন বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত হয়। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির রাসমেলা এবার ৭৭ বছরে পড়েছে। কমিটির সম্পাদক উদয়শংকর দাস বলেন, দুটি সংস্থা মেলার যাবতীয় কাজ করতো। এবার মিটিং করে মেলার ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জেলা পরিষদের মাঠ থেকে এবার স্বাধীন ক্লাবের মাঠে করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কেননা মেলা অনেক বড় করার পরিকল্পনা ছিল। ওই সংস্থা মাঠে কাজ করতে এসে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের কতিপয় দুষ্কৃতি হুমকি দিয়েছে। ওরা কাজ বন্ধ করে চলে যায় তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে রাসমেলা বন্ধ করার কথা মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু কারা হুমকি দিয়েছে? কেন দিয়েছে? এ ব্যাপারে তাদের কাছে পরিষ্কার কোন তথ্য নেই। এ ব্যাপারে পুলিশে জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এবার স্বাধীন ভারত ক্লাবের মাঠে হচ্ছে না। দুর্গাবাড়ির পাশেই জেলা পরিষদের হাটে এই রাস উৎসব হচ্ছে।

এদিকে এবার রাসমেলা না হওয়ায় কারণে হতাশ হয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা। শেষপর্যন্ত আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান, বিধায়ক, দুর্গাবাড়ি পুজো কমিটি আজ এক বৈঠকের পর রাস উৎসব হচ্ছে বলে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, কোন গোষ্ঠীকোন্দল নেই। বড় করে স্বাধীন ভারত ক্লাবের মাঠে করার কথা ছিল। তা হচ্ছে না। যে এজেন্সি দায়িত্ব নিয়েছিল তারা শেষ মুহূর্তে বলেছে করতে পারবে না। তাই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। এখন আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত দুর্গাবাড়ির পাশেই জেলা পরিষদের মাঠে এটা হচ্ছে। এই রাস আলিপুরদুয়ারের মানুষের আবেগ রয়েছে। তাই এবার এটা হচ্ছেই। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির রাস উৎসব ৭৭ বছরের প্রাচীন। শেষ পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারের মানুষের আবেগ দুর্গাবাড়ির ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব হচ্ছে।

ডিআরএমকে দাবিপত্র পাঠালো দিনহাটা স্টেশন পাড়ার বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে দিনহাটা রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ অতি শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। এই আধুনিকীকরণের জন্য রেল স্টেশনের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দুটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই রাস্তা দুটি চালু রাখার দাবিতে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজার অর্থাৎ ডিআরএমকে দাবিপত্র পাঠালো দিনহাটা স্টেশনপাড়া সহ আশপাশ এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা সম্মিলিতভাবে দিনহাটা রেলস্টেশনে এসে স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে এই দাবিপত্র পাঠায়। দাবিপত্র পাঠানোর সময় দিনহাটা রেলস্টেশন চত্বরে এলাকার বাসিন্দা নৃপেন দেবনাথ, হিমাংশু দাস প্রমুখরা বলেন, অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে দিনহাটা রেলস্টেশন সংস্কারের কাজ অতি শীঘ্রই শুরু হবে। আমরা জানতে পেরেছি এই সংস্কারের সময় সাহেবগঞ্জ রোডের রেলগেট থেকে ভাংনি রোড পর্যন্ত যে রাস্তাটি এবং স্টেশনের পশ্চিম দিকের রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাস্তাগুলি বন্ধ করা হলে একটা বিশাল এলাকার মানুষ প্রচন্ড সমস্যার মধ্যে পড়বেন। এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার। কাজেই নানা কারণে এলাকার বাসিন্দাদের এই রেলস্টেশন চত্বর পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কাজেই বাসিন্দাদের দাবি রাস্তাগুলি বন্ধ না করে যাতে স্টেশন সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা যায়।

এদিন দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টারের হাতে দাবিপত্র তুলে দেবার সময় বাসিন্দাদের সঙ্গে স্টেশন মাস্টারের সমস্যাগুলি নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়। দাবিপত্রটি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে পাঠানো হবে বলে স্টেশন মাস্টার এলাকার বাসিন্দাদের জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীন সারা দেশে পাঁচশোর বেশি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হতে চলেছে। তার মধ্যে কোচবিহার জেলার একমাত্র দিনহাটা রেলস্টেশন আধুনিকীকরণের জন্য নির্ধারণ করেছে রেল দপ্তর। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকল্পগুলির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেছেন। জানা গিয়েছে, অতি শীঘ্রই দিনহাটা রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হবে। এখনো পর্যন্ত যারা রেলের জমি বেদখল করে রয়েছেন তাদের মৌখিকভাবে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে রেল দপ্তর এমনটাই জানা গিয়েছে।

বিডিও অফিসের প্রাচীর সংস্কারের কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাই বিডিও অফিসের বাউন্ডারি প্রাচীর সংস্কারের কাজের শুভ সূচনা করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। মঙ্গলবার দুপুরে সিতাই বিডিও অফিস চত্বরে পুজোর মাধ্যমে বাউন্ডারি প্রাচীর সংস্কারের কাজে শুভ সূচনা করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সংগীতা রায় বসুনিয়া ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নিবিড় মন্ডল। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সংগীতা রায় বসুনিয়া বলেন, দীর্ঘদিন থেকেই বাউন্ডারি প্রাচীরটি বেহাল হয়ে রয়েছে ফলে প্রাচীরের একাংশ খসে পড়ছে। সেই কারণে সেই বাউন্ডারি প্রাচীরটি সংস্কার করে উপরে লোহার নেট লাগানো হবে সৌন্দর্যায়নের জন্য। পঞ্চায়েত সমিতির অর্থানুকূল্যে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বাউন্ডারি প্রাচীর সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হবে।

ফাঁকা বাড়ি থেকে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: ফাঁকা বাড়ি থেকে উদ্ধার হল সন্তোর্ধ এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মাথাভাঙ্গা শহরের ৬ নং ওয়ার্ডের আমলাপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে মৃত বৃদ্ধার নাম আরতি বর্মন (৭০) বাড়ি নগর মাথাভাঙ্গা এলাকায়। ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা পুরপতি লক্ষ্মপতি প্রামাণিক জানান, এলাকার গৌতম নাগের বাড়িতে আরতি বর্মন নামে মহিলা দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে পরিচারিকার কাজ করত সেখানেই থাকত। গৌতম নাগ ক্যান্সারের রোগী তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়েছেন আরতি দেবি সে সময় একাই ছিলেন। এদিন সকালে অপর এক পরিচারিকা কাজ করতে গেলে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নিয়ে যায়।

ট্রাক্টরের সাইলেন্সার পাইপ থেকে খড়ের পুঁজিতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটার বুড়িরহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক্টরের সাইলেন্সার পাইপ থেকে খড়ের পুঁজিতে আগুন। মঙ্গলবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট ওই এলাকার সুভাষ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়ির খড়ের পুঁজির পাশেই একটি ট্রাক্টরের পেছনে ধান ঝাড়াই মেশিন লাগিয়ে ক্ষেতের কাটা ধান ঝাড়াই প্রক্রিয়া চলছিল ঠিক সেই সময় ট্রাক্টরের সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে খড়ের পুঁজিতে আগুন লেগে যায়। সেই আগুনে তীব্রতা যখন বাড়তে থাকে তখন ট্রাক্টর চালক এবং ট্রাক্টরের ধান ঝাড়াই মেশিনের কর্মরত শ্রমিকরা বুঝতে পারে আগুন লেগেছে। এরপর সকলে একত্রিত হয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে পাশপাশি খবর দেওয়া হয় দিনহাটা দমকল কেন্দ্রে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছায় দিনহাটা দমকলের একটি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীরা। দমকল কর্মী সহ এলাকার লোকেদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ট্রাক্টর চালক সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে জানান ওই বাড়ির মালিক সুভাষ ঘোষ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট ওই এলাকায়। যদিও খড়ের পুঁজির পাশে থাকা ঘরের কোন ক্ষতি হয়নি।

বিজেপির সভায় ডাক পেলেন না মহারাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপির সভায় ডাক পেলেন না দলের রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় (অনন্ত মহারাজ)। গত ২৯ নভেম্বরে কলকাতায় বিজেপির সভা ছিল। যে সভার প্রধান বক্তা ছিলেন অমিত শাহ। শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে নিশীথ প্রামাণিক প্রত্যেকেই যোগ দিয়েছিলেন ওই সভায়। কিন্তু বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার কোচবিহারের নেতা অনন্ত মহারাজকে ওই সভায় দেখা যায়নি। তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে অনন্তের মনে। তিনি বলেন, "আমি তো ওই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ডাকা হয়নি। তাই যোগ দিতে পারিনি।" বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "এটা পুরোটাই দলের রাজ্য নেতৃত্বের বিষয়। আমাদের কিছু বলার নেই।"

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেটার কোচবিহারের নেতা অনন্ত মহারাজের সঙ্গে বিজেপির দীর্ঘদিনের সখ্যতা ছিল। একাধিক লোকসভা ও বিধানসভার ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের সঙ্গে মঞ্চে দেখা গিয়েছে মহারাজকে। চলতি বছরেই বিজেপি অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অনন্ত মহারাজ অমিত শাহের খুব পছন্দের তালিকায় ছিলেন। সে জন্যই তাকে রাজ্যসভার টিকিট দেয় বিজেপি। দলের একটি অংশ মনে করছে, দক্ষিণবঙ্গে অনন্তকে সামনে রেখে প্রচার করা হলে দলের ক্ষতি হতে পরেই ভেবেই তাঁকে ডাকা হয়নি।

মদ-জুয়া ও লটারির বন্ধ করার দাবিতে সাংবাদিক বৈঠক ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটায় সাংবাদিক বৈঠক করে মদ-জুয়া নিষিদ্ধের দাবি জানাল ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া। সোমবার দুপুরে দিনহাটা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মদ-জুয়া সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করছে, তাই সরকার অবিলম্বে এইগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করুক। সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই দাবি করলেন ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার জেলা নেতৃত্ব। প্রায় দুইমাসব্যাপী রাজ্য জুড়ে মদ, সুদ ও ঘুষ ও লটারির বিরুদ্ধে অন্দোলন করছে ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সংগঠন। আগামী ১১ ডিসেম্বর কলকাতায় বড় সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এই অভিযান শেষ হবে। দলটির রাজ্য সহসভাপতি আমিনাল হক বলেন, মদ পান করে কেউ বাড়িতে এলে তাকে সবাই ঘৃণা করে। মদের বোতল নিয়ে কেউ কোনও প্রতিষ্ঠানে, সভায় গেলে সমাজ তাকে ভালো বলে না। লটারি খেলাকে মানুষ অপরাধ মনে করে। অথচ সরকার এইগুলোর লাইসেন্স দিচ্ছে। ফলে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অমিনাল হক আরও বলেন, কোটি কোটি বেকার ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পার্টির কোচবিহারের জেলা সভাপতি সামীম আক্তার, সহসভাপতি মুফতি আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

চাঁদ সওদাগর ও বাসন্তী পুজোর উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চাঁদ সওদাগর পুজো এবং বাসন্তী পূজা উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নাটাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের চেংমারিতে সাধারণ মানুষ বহু বছর চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গা এবং বাসন্তী দেবীর পূজা করে আসছেন। এই পুজোকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করেন পুজো কমিটির সদস্যরা। এই মেলায় আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ আসেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তারা আনন্দে মেতে ওঠেন।

সম্পাদকীয়

রাস উৎসব এক মুক্তবায়ু

চারদিকে এক বিষবাষ্প ছেয়ে গিয়েছে। জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে বিরোধের গন্ধ শুধুই বাড়ছে। শুধু রাজ্য বা দেশ, সব গন্ডি ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বে এ রোগ সংক্রামিত। এই সবের মধ্যে একরাশ মুক্ত বায়ু যেন কোচবিহারের রাসমেলা। না শুধু মেলা বললে ভুল হবে, ইহা রাস উৎসব। যে উৎসবের সূচনা হয়েছিল কোচবিহারেরই মহারাজাদের হাত ধরে। যে রাজাদের কথা খুব কম লেখা আছে বইয়ের পাতায়। প্রজাহিতৈষী ওই মহারাজদের মস্ত বড় বড় গুণ ছিল। তাহার মধ্যে একটি, সব ধর্মের সমস্ত মানুষকে সমান চোখে দেখা। তাঁহাদেরই এক মহান কীর্তি, রাস উৎসবকে ঘিরে এক সম্প্রীতির আবহ তৈরি করা। যে রাসচক্র ঘুরিয়ে পুণ্য অর্জন করেন হিন্দুরা, সেই চক্রের নির্মাতা মুসলিম ধর্মের মানুষ। মহারাজদের সময়কাল থেকে চলে আসা ওই রীতি এখনও চলছে সমানতালে। রাজ আমল থেকে ওই চক্র তৈরি করে আসছেন আলতাফ মিয়াঁর পরিবার। আলতাফের অসুস্থতার জন্যে এবারে সেই চক্র তৈরি করেছেন তাঁর ছেলে আমিনুর হোসেন। এই চক্র প্রমাণ করে, মানুষে মানুষে আসলে কোনও বিভেদ নেই। কিছু ক্ষমতাপিপাসু মানুষ দুনিয়া জুড়ে বিষবাষ্প ছড়িয়ে চলেছে শুধু।

কবিতা

গুড মর্নিং: অফলাইন

.... মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল

সকাল তখন আটটা হবে কলিং বাজে, টং!
মুখ চেনা এক লম্বা মানুষ ফর্সা গায়ের রং।
গোলাপ দিয়ে আমায় বলে, "গুড মর্নিং ভাই!"
এসব আবার কী রে বাবা! অবাক হয়ে চা' ই।
"চিনলেন না? দীপু সাহা, আছি তো ফেসবুকে,
একটু আগেই "শুভ সকাল" মেসেজ দিলেন যাকে।
ছবি ছিল চায়ের কাপ, উঠছে গরম ধোঁয়া।
তার রিপ্লাই অফলাইনে দিতে এলুম ভায়া।
ছবির গোলাপ অনেক দিলুম মেসেঞ্জারে গিয়ে
জ্যান্ত চা আজ এলুম খেতে জ্যান্ত গোলাপ নিয়ে।"
এ তো মহা ক্ষ্যাপা! তবে আইডিয়াটা ভালো
চা দিয়ে গল্প মেখে তারপরে সে গেলো।
দু'দিন পরে আটটা চারে কলিং শোনে কান
হাতে ফাঁকা কাপ,আবার হাজির মূর্তিমান!
"গুড মর্নিং,বন্ধু আমার! এই যে দ্যাখো কাপ।"
এ কে দেখি উইশ করা ভীষণ রকম চাপ!
কে করে রোজ আসুন, বসুন! অল্প,স্বল্প বলে,
কাষ্ঠ হেসে বিদায় করি বাজার যাবার ছলে।
তিনটে সকাল যেতেই আমার আবার হলো ভুল,
দীপু সাহায় টিপে দিলুম গুড মর্নিং ফুল।
রিপ্লাই তার একটু পরেই নামলো টোটোর থেকে।
নিজের দেহ লুকাই আমি ছাদের থেকে দেখে।
টিং টং টিং টং করে বেজে চলে বেল।
দরজা আমি খুলছি না আর খতম তোমার খেল।
বাড়ি এসে গ্রিটিং জানায় কী জ্বালা রে ভাই!
বাতিল করা ছাড়া একে কোনো উপায় নাই।
যেমন খুশি মেসেজ করো মোবাইলটা তো আছে
উইশ করতে কেন বাপু আসতে হবে কাছে?
সুপ্রভাতের ছবি পাঠাও পাঠাও না ফুল নানা
বার্তা চলুক হাওয়ার পথে কে করেছে মানা।
গুড মর্নিং পাঠাই যদি তুমিও পাঠাও বেশ
অনলাইনের শুভেচ্ছা অনলাইনেই শেষ।
তা না করে আপদ ইনি আসেন সোজা বাড়ি!
ঢং কতো! ফুল দেবে। আঁতেলের ধাড়ি!

প্রবন্ধ

বিপন্ন পরিবেশ ও আমাদের দায়িত্ব

--- সোমালী বোস

'বেঁচে থাকার কোন পরিবেশ থাকবে না যদি আমরা পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলি'
"বিপন্ন কথটির অর্থ হল বিপদ পড়েছে এমন।"

আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে প্রকৃতি সম্পর্কীয় তা আজ সত্যিই ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে। আজ জল, বায়ু, মাটি এমনকি শব্দও ভয়ংকর রকম দূষিত। আধুনিক যুগের উন্নতির চরম পর্যায় পৌঁছে গিয়ে দেখা গেল পরিবেশ আজ বিপন্ন। পৃথিবীর বয়স আজ ৫০০ কোটির ঊর্ধ্বে। আর একমাত্র পৃথিবী নামক গ্রহেই রয়েছে প্রাণের অস্তিত্ব কিন্তু নানান পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলস্বরূপ পৃথিবী ও তার পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত। পৃথিবীর সবকিছু অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলের বিদ্যমান আলো, বাতাস, জল, শব্দ, মাটি, বন, পাহাড়, নদনদী, সাগর সমগ্র উদ্ভিদও জীবজগৎ সমন্বয়ে যা সৃষ্ট তাকেই পরিবেশ বলা হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন আরও ৪ থেকে ৫ বিলিশন অর্থাৎ ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর পৃথিবীর টিকে থাকার কথা। সে সময় সূর্য তার সব হাইড্রোজেন জ্বালানী নিঃশেষ করে ফেলে প্রসারিত হবে এবং পৃথিবীসহ তার চারপাশের, সব গ্রহ ভস্মীভূত করে ফেলবে। অপরদিকে মানব সৃষ্ট পারমাণবিক মহাযুদ্ধ স্বল্প সময়েই পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। মূলত ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের কর্মকান্ডই পৃথিবী ও তার পরিবেশকে প্রাণী বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছে অর্থাৎ পরিবেশ দূষিত বা বিপন্ন করে দিচ্ছে। পরিবেশকে বিপন্ন অর্থাৎ দূষণ করতে যে সমস্ত জিনিস বা পদার্থ দায়ী তাদেরকে বলা হয় দূষক। এই দূষককে আবার মূলত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) শক্তি বিষয়ক দূষকসমূহ (যেমন: শব্দ, তাপও তেজক্রিয় বিকিরণ)। (খ) রাসায়নিক পদার্থ সমূহ (যেমন- জৈব ও অজৈব, কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক, রাসায়নিক পদার্থ সমূহ)। (গ) জীবসমূহ (যেমন বিভিন্ন রোগের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী সমূহ)।

প্রধানত দুটি কারণে পরিবেশ দূষিত হয়, যথা:- (১) প্রাকৃতিক কারণ এবং (২)মানুষের কর্মকান্ডজনিত কারণ। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন-জল, বায়ু, মাটি) যখন এমন কোন ভৌত রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সঙ্গে সঙ্গে বা পরবর্তীতে জীবজগতের উপর নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তখন এ অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

আগ্নেয়গিরির অগ্নুপাত, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, সুনামী ইত্যাদি-প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশ দূষিত হলেও, মূলত: মানুষের কর্মকান্ডে পরিবেশ বেশি দূষিত হয়। বায়ু বা বাতাস সধারণতঃ দূষিত হয়ে থাকে নিম্নোক্তকারণ হেতু যথা ঃ (১) যানবাহনের পরিত্যক্ত গ্যাস (২) ধোঁয়া ও ধোঁয়াশা (৩) তেজস্ক্রিয় পদার্থ (৪) ধূলিকণা (৫) আয়নাইজিং বিকিরণ (৬) গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও ওজোন স্তর ক্ষয়।

পৃথিবীর শতকরা প্রায় সাতানব্বই ভাগ জল সাগরের। মাত্র তিনভাগ জল হল পানের যোগ্য। আবার এই তিন ভাগের মাত্র এক তৃতীয়াংশ মানুষের আওতাধীন, বাকি অংশ মেরু অঞ্চল ও হিমবাহের বরফে রূপান্তরিত। তথাপি পেয় জলের অভাব হতো না। কিন্তু অসম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও জল দূষণের কারণে মানুষ বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতে পারছে না। চারদিকে জল দূষণ ও জল সংকট। এখানে দেখা যাক জলদূষণের প্রধান কারণগুলি- ১/ জৈব আবর্জনা নিক্ষেপ নদ- নদী ও জলাশরে কারখানা ও অন্যান্ন স্থান থেকে। ২/ জীবাণুসমূহ জলে মিশে যাওয়া। ৩/ কৃত্রিম জৈব পদার্থ সমূহ নদ ও নর্দমা থেকে নদী ও পুকুরে নিক্ষেপ। ৪/ অজৈব রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশে দূষিত করে থাকে। ৫/ জলবাহিত পলি ও তলানি। ৬/ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইস্পাত কারখানা, তৈল শোধনাগার পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা ও অন্যান্য শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি ঠান্ডা রাখতে প্রচুর প্রাকৃতিক জল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত জল, উত্তপ্ত অবস্থায় পুনরায় প্রকৃতিতে ফিরে জল দূষণ ঘটায়। ৭/ নদীতে জলযান চলাচলের ফলেও জলদূষণ হয়।

এরপর আসি মাটি দূষণ বলতে কি বুঝি? মাটির প্রয়োজনীয় উপাদান হ্রাস ও অবাঞ্ছিত পদার্থ সমূহের সঞ্চয়। যা বর্তমান উদ্ভিদ জগতের জন্য ক্ষতিকর সেটাই হল মাটিদূষণ। মাটিদূষণ পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান অংশ। নগরায়ণ ও ব্যাপকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই মাটি দূষণের প্রধান কারণ। এছাড়া মাটি দূষণের অন্য কারণগুলি হল: ১/ ভূমিক্ষয়। ২/ রাসায়নিক দ্রব্য ও বর্জ্যের স্তূপ। ৩/ অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষচ্ছেদন ও বৃক্ষনিধন। ৪/ অপরিকল্পিত বাঁধ নিমাণ। ৫/ নগরায়ন ও যথেচ্ছ অপরিকল্পিতভাবে আবাসন নির্মাণ। ৬/ চিংড়ি চাষ ও অনিয়ন্ত্রিত কৃষিকাজ।

কেবলমাত্র জল বা মাটি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ জীবাণু এরাই পরিবেশকে বিপন্ন করে না। পরিবেশকে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চমাত্রার শব্দও বিপন্ন বা দূষিত করে থাকে । শব্দ মাপার একক হল ডেসিবেল। আমরা ২০ ডেসিবেল থেকে ১২০ ডেসিবেল মাপার শব্দ শুনতে পাই। ২০ ডেসিবেলের নিম্নমাত্রায় এবং ১২০ ডেসিমেলের উচ্চ মাত্রায় শব্দ শুনতে পাই না। তবে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণমাত্রা ৬০ থেকে ৭৫ ডেসিবেল। শব্দের মাত্রা ৭৫ ডেসিবেল অতিক্রম করলেই সেটা শব্দ দূষণের পর্যায় পড়ে।

এই শব্দ দূষণের কারণ হল :

১/ যানবাহণের জোরালো হর্ন যানবাহন চলাচলের শব্দ।
২/ কলকারখানার নির্গত শব্দ।
৩/ অনিয়ন্ত্রিত লাউড স্পিকারের ব্যবহার।
৪/ উড়োজাহাজের শব্দ
৫/ প্রচন্ড জন কোলাহল।

এই বিশ্বকে এই পরিবেশকে আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য করার জন্য বর্তমান প্রজন্মের অনেক দায়িত্ব নিতে হবে। নিতে হবে দায়বদ্ধতা। করতে হবে দূষণের প্রতিকার, করতে হবে বিপন্ন পরিবেশকে সুস্বাস্থ্যকর। নইলে আমরা কখনোই ক্ষমার যোগ্য হতে পারব না। কবির ভাষায়ঃ 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু , নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি রেখেছে ভালো'।

পরিবেশ বাঁচানো মানে জীবন বাঁচানো। তাই সুনির্দিষ্ট দিনে পরিবেশ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে পরিবেশ বা প্রকৃতিকে ভালো ও সুস্থ রাখা যাবে না। একে রোজই যত্ন করতে হবে। বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে প্রকৃতি এবং পরিবেশের দায়িত্ব নিতে হবে তবেই পরিবেশকে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। 'আমাদের যা প্রয়োজন পৃথিবী সবই আমাদের সরবরাহ করে। তাই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে পৃথিবীর যত্ন নিতে হবে। সকলের প্রচেষ্টায় পৃথিবী ফিরে পেতে পারে তার পুরনো দিন।

মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পরিবেশ দূষণের সূত্রপাত। আগুন আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেও সূচিত হয় প্রাণের ধাত্রী অক্সিজেনের ধ্বংসলীলা। পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের জন্য সর্বপ্রথম মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। কলকারখানা, যানবাহন প্রভৃতি আধুনিক জীবনের উপকরণগুলিকে আজ হয়ত সম্পূর্ণরূপে বর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু অগ্রগতিকে বজায় রেখে কিভাবে দূষণ রোধ করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতি বছর ৫ ই জুন পরিবেশ দিবস পালন করলেই শুধু হবে না। পরিবেশ দূষণের করাল গ্রাসকে প্রতিহত করার জন্য সকলকে সচেতন থাকতে হবে। মাটি দূষণ ও ক্ষয় রোধ করতে পর্যাপ্ত গাছ লাগাতে হবে। সাথে অপরিকল্পিত নগরায়ন বন্ধ করতে হবে। শব্দ দূষণ রোধে আইনি ব্যবস্থা বলবৎ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় যানবাহন চলাচলে বাধা প্রয়োগ করা দরকার। কলকারখানার সৃষ্ট শব্দের মাত্রা নিয়মিত পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। জল দূষণ রোধে অত্যন্ত সজাগ হতে হবে সাধারণ মানুষকে সাথে আইনি পদক্ষেপও নিতে হবে। আবর্জনা, বর্জ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ইত্যাদি যাতে কোনো ভাবেই নদ-নদী, পুকুর ইত্যাদিতে না মেশে সবাইকে এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। সাথে জলের অপচয়ও রোধ করতে হবে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো বন্ধ করা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। নদীর জলের খাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখা অত্যাবশক। নদীতে যাতে পলি জমতে না পারে সেজন্য নিয়মিত পলি সরানো দরকার।

পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যেমন বিভিন্ন পেশাগত জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণপ্রচার মাধ্যমেও সরাসরি সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে। তবেই সম্ভব হবে "বিপন্ন পরিবেশকে বাসযোগ্য করে তোলা। বনাঞ্চলের পরিমাণ বাড়াতে হবে। অবৈধ নির্মাণ, অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ রোধ করতে হবে অতি সত্বর। কবির ভাষায় আমাদের শপথ নিতে হবে ঃ

" যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ-
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব
আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

পরিশেষে বলব অন্তিম লগ্নে পৌঁছে গেছি, শিক্ষিত সমাজকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে নইলে আর পথ থাকবে না, থাকবে না আমার আপনার শিশুর বাসযোগ্য কোন মাটি, বৃক্ষ বা নদী। এই সংকটের মুহূর্তে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায় -

"এই নদী, এই মাটি বড় প্রিয় ছিল এই মেঘ, এই রৌদ্র , এই বাতাসের উপভোগ আমরা অনেক দূরে সরে গেছি, কে কোথায় আছি"।

(লেখিকা পেশায় শিক্ষিকা)

রবিবাসর সংস্থার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার স্টুডেন্টস হেলথ হোমে অনুষ্ঠিত হলো রবিবাসর সংস্থার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের বিশিষ্ট কবি লেখক সঙ্গীতশিল্পী এবং বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ভূপালি রায়, গৌতম ভাজুরি, দীপঙ্কর ঘোষ, অমর চক্রবর্তী বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফুল ছড়িয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে উপস্থিত সকলকে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর একটি চারা চা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্যে দিয়ে শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংস্থার সম্পাদক শ্রীমতি মঞ্জু ঠাকুর চৌধুরী স্বাগত ভাষণে সংস্থার কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন। এদিন কবি শৈবাল মজুমদার ও সঙ্গীতশিল্পী শ্রী উৎপল চ্যাটার্জি মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তারপর অনু পত্রিকা উন্মোচন হয় দিনের এই অনুষ্ঠানে গান আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা পাঠ, যন্ত্রসংগীত, হরবোলা হাস্যকৌতুক ইত্যাদি নানা স্বাদে অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হয়।

সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুখদেব নাথ, ভাস্বতী চ্যাটার্জী, গীতশ্রী ভদ্র, উৎপল চট্টোপাধ্যায়, সরোজ চক্রবর্তী, ধরিত্রী নন্দনী সঙ্গীত গোষ্ঠী এবং যন্ত্র-সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন পাপড়ি রায় মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত একটি মাধ্যম। তবলায় সঙ্গত করেন দুলু দাস মহাশয়।

নন্দিতা বর্মন, শ্যামলী নাথ আবৃত্তি পরিবেশন করেন। স্বরচিত কবিতায় অংশ নেন কবি অমর চক্রবর্তী, সুশীল রায় কর্মকার, সমীর পাল। উৎপলেন্দু পাল, সুপর্ণা পাল চৌধুরী, অনিল দেবশর্মা, অশোক ঠাকুর, গৌরাঙ্গ সিনহা, প্রহ্লাদ ভৌমিক, শিশির নিয়োগী, মঞ্জু ঠাকুর চৌধুরী প্রমুখ। হরবোলা ও হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন সমর নাগ মহাশয়। এরপর সংস্থার সভাপতি দীপঙ্কর ঘোষের সমাপ্তি ভাষণের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদয় সাহা। তার সুচারু সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা পায়।

রেশম চাষের গুরুত্ব বাড়ছে

উৎপাদন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: শুধু জেলা নয় রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কালিয়াচকের রেশম চাষের। পোলুপোকা থেকে রেশম উৎপাদন সহ যাবতীয় কাজের সঙ্গে জড়িত কালিয়াচক সহ মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক লক্ষ মানুষ। এই জেলার রেশম পাড়ি দেয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এমনকি বিদেশেও। সেই রেশম চাষ ও রেশম সুতো উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। রেশম বিভাগের আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি রেশমচাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। শোনেন তাঁদের নানা অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা। রেশমচাষিদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার এবং এলাকার মন্ত্রী হিসেবে তিনি কী উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই কথাও জানান সকলকে। কালিয়াচকের রেশম শিল্পের মানচিত্রে বিশিষ্ট স্থানে জায়গা করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে বলেও এদিন সাবিনা এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেন। মালদা জেলার রেশম চাষ অধ্যুষিত এলাকায় বহুমুখী প্রকল্প চালু রয়েছে। তুত পাতা উৎপাদন, পলু পোকা চাষ এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নে এই জেলা বিশেষ করে কালিয়াচকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে এখানকার চাষি থেকে ব্যবসায়ীদের মাঝেমধ্যে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তাই রেশম সুতো তৈরী থেকে নানা প্রকল্পে রাজ্য রেশম বিভাগ অর্থ মঞ্জুর করেছে। সেই অর্থে এলাকায় শুরু হয়েছে উন্নতমানের রেশম উৎপাদনের কাজ। সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সোমবার মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ রেশম বিভাগের কর্তারা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। উন্নত রেশম কাটাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। কালিয়াচকের রেশম শিল্পের উন্নয়নে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের ভূমিকাতে খুশি রেশমচাষি, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকলেই।

জাতীয় তীরন্দাজিতে জোড়া সাফল্য জলপাইগুড়ির

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: রাজ্য ও জাতীয় তীরন্দাজিতে জোড়া সাফল্য পেল জলপাইগুড়ির দুই খেলোয়াড়। জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়া নেতাজী বিদ্যাপীঠের দ্বাদশ শ্রেণীর দুই ছাত্র তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে রাজ্য স্তরে সোনা এবং জাতীয় স্তরে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। এই দুই কৃতী ছাত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হলো বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।

কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত ৬৭ তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট স্কুল গেমস আর্চারি প্রতিযোগিতায় সোনা জয় করেছে জিৎ বর্মন। অন্য এক কৃতী ছাত্র ধনঞ্জয় রায় জাতীয় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে। উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় আয়োজিত ২৯ তম এনটিপিসি সিনিয়র ইন্ডিয়ান রাউন্ড ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের মিক্স ডাবলস বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে সে। তাদের এই সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রত্যন্ত গ্রামের এই দুই কৃতী ছাত্র দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে এই সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানান শিক্ষকরা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি, বিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্য সহ প্রধান শিক্ষক। আগামীদিনে তাদের আরও বড় প্রতিযোগিতায় সাফল্য কামনা করেন তারা।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা,দিনহাটা: বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান দিনহাটায়। দিনহাটা-২ নং ব্লকের পাথরশন এলাকায় তিন বিজেপি কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে। বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ এই যোগদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এই বিষয়ে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য বলেন, মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন এই তিন বিজেপি কর্মী। এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারীদের তিন জনের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য।

এনজিপি স্টেশনে ভেন্ডারদের পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: এনজেপি স্টেশনে ভেন্ডারদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিল রেল। আরপিএফের জুলুমবাজির অভিযোগ এনে প্রতিবাদে এবং ভেন্ডারদের পুনর্বাসনের দাবিতে ফের একবার সরব হল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এনজেপি স্টেশনের হকারদের ওপর আরপিএফ জুলুমবাজি করছে। পাশাপাশি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থাকা ভেন্ডারদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। এরফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কয়েক হাজার শ্রমজীবী মানুষকে। সেই কারণেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবি ও আরপিএফ এর জুলুমবাজির প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩ আইএনটিটিইউসি'র তরফে মিছিল করা হয়। এরপর রেলের এডিআরএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আইএনটিটিইউসি'র সভাপতির সুজয় সরকার বলেন, প্ল্যাটফর্ম থাকা ভেন্ডারদের পুনর্বাসন দিতে হবে এবং আরপিএফ এর জুলুমবাজি বন্ধ করতে হবে। তা নাহলে লাগাতার আন্দোলন হবে জানান তিনি।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিককে ফোন মন্ত্রী উদয়ন গুহের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বড়শাকদলে জনসংযোগে এসে দ্রুত রাস্তার কাজ করে দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিককে ফোন মন্ত্রী উদয়ন গুহের। সোমবার দুপুরে বড়শাকদলের বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তার সঙ্গে সেখানে ছিলেন দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল তৃণমূলের নেতৃত্ব। সেখানেই সাধারণ মানুষের কাছে বেহাল রাস্তার অভিযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী নিজের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে ফোন করে সেই রাস্তার মাপযোগ করে কাজের ফাইল আগামী শুক্রবারের মধ্যে তার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অফিস টেবিলে রাখার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করা এবং ভোটব্যাঙ্কে যাতে ঘাটতি না হয় সেই কারণেই এই জনসংযোগ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

নতুন ভোটারদের উৎসাহিত করলেন মহকুমাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: নতুন ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে দিনহাটা কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করলেন মহকুমাশাসকে।বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ হটাৎ করে দিনহাটা কলেজে যান মহকুমাশাসক ডাক্তার রেহানা বসির।মূলত যারা ১৮ বছরের উর্ধ্বে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে তাদের ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন তিনি।এদিন তিনি কলেজে পৌছাতেই তাকে ঘিরে ধরেন ছাত্র-ছাত্রীরা।কলেজে পৌছে ছাত্র-ছাত্রীদের ভোটার তালিকায় নাম সংযোজনের জন্য উৎসাহ প্রদান করায় খুশি প্রকাশ করে কলেজ কর্তৃপক্ষ।মহকুমাশাসকের সঙ্গে এইদিন উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর আব্দুল আওয়াল সহ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকরা। ভোটার তালিকায় নতুন করে নাম তোলার ক্ষেত্রে দিনহাটা কলেজে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয় এদিন।সেই ক্যাম্পে কাজ কেমন চলছে সেটা দেখতেই হঠাৎই মহকুমাশাসক পৌছে যান দিনহাটা কলেজে। এরপরই কথা বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে এবং তাদের ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর জন্য উৎসাহিত করেন।

ক্লাসিকাল নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করল কঙ্কনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাদারিহাট: রাজ্যে প্রথম মাদারিহাটের মেয়ে কঙ্কনা রায়। ব্লক থেকে জেলা। জেলা পেরিয়ে পৌঁছে গেল রাজধানী কলকাতায়। কলকাতায় গত ২৯ এবং ৩০ শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন আয়োজিত কলা উৎসবে ক্লাসিক্যাল নৃত্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের রাংগালিবাজনা পশ্চিম খয়েরবাড়ি গ্রামের কঙ্কনা রায়। সংশ্লিষ্ট বিভাগে সারা রাজ্যের মোট ২৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সকলকে পেছনে ফেলে গ্রামের মেয়ে কঙ্কনা প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার সুযোগ পান।

কঙ্কনা বীরপাড়া হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্রী। মা শিখা রায় একজন শিক্ষিকা। বাবা চঞ্চল রায় একজন ব্যবসায়ী। ছোট থেকেই নাচ গানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল কঙ্কনার।

কঙ্কনা রায় জানান, "রাজ্য স্তরের পর জাতীয় স্তরে ফের প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে। সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার পর ফের নাচের তালিম শুরু করবো।"

এলিট লেবেল রোড রেসে নতুন রেকর্ড নিয়ার এবেনিও-এর

কলকাতা: ভারতের ক্রীড়া উৎসবগুলির মধ্যে একটি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স এলিট লেবেল রোড রেস, টাটা স্টিল কলকাতা 25K এবং মহিলাদের বিভাগে 10K ওয়ার্ল্ডরেকর্ড ইথিওপিয়ান ইয়ালেমজারফ ইহলাও দুইবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রূপোর পদক জিতেছে এবং পুরুষদের বিভাগে পদকজয়ী কেনিয়ার ড্যানিয়েল সিমিউ এবেনিও। #AamarKolkataAamarRun প্রত্যক্ষ করতে বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদরা মঞ্চে অংশ নিয়েছে ইউএস ১০০,০০০ প্রাইজমানি রেসে। পুরুষ এবং মহিলা বিজয়ীদের জন্য সমান পুরস্কারের সাথে, প্রতিটি রেসের প্রথম তিনজনকে ৭৫০০, ৫০০০ এবং ৩৫০০ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল এলিট রানার্সরা ইউএস ৩,০০০ এর ইভেন্ট রেকর্ড বোনাস পাবেন। কারেন্ট ইভেন্ট রেকর্ড, পুরুষদের শ্রেণীতে, কেনিয়ার লিওনার্ড বারসোটনের নামটি ১:১২:৪৯ এবং বাহরাইনের দেশী জিসা ১:২১:০৪ এর টাইমিং সহ মহিলাদের রেকর্ডের নাম। 25K-এ আত্মপ্রকাশ, 10K বিশ্ব রেকর্ডকারী (২০২২ সালে ২৯:১৪) ইয়েহুয়ালা ওম্যান রানার্সদের দেখেছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০২১ সালে সেট করা ১:০৩:৫১ সময়ের সাথে হাফ ম্যারাথনে বিশ্বের সর্বকালের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। লেবেল রোড রেস গত বছর স্পেনের অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই রোড রেসের মাধ্যমে, বিশ্ব হাফ ম্যারাথনে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী জয়সিলিন জেপকোসগেই দ্বারা ২৯:৪৩ এর রেকর্ড এবং বাহরাইনের কালকিডান গেজাহেগেনের দ্বারা ২৯:৩৮ সেট করা রেকর্ডের করেছিলেন।

শিশুদের সার্বিক বৃদ্ধি ও বিকাশে পুষ্টির গুরুত্ব

কলকাতা: বিশ্বব্যাপী পিতামাতারা তাদের সন্তানদের উচ্চতা এবং ওজন বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন। খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কার্যকলাপের মতো বিষয়গুলি ওজন ও বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে। অপুষ্টির কারণে স্টান্টিং (বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা), আন্ডারওয়েট (বয়সের তুলনায় কম ওজন) এবং ওয়েস্টিং (উচ্চতার তুলনায় কম ওজন)-এর মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২২-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৪৯ মিলিয়ন অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী স্টান্টড বা স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হওয়া শিশু রয়েছে। যার এক তৃতীয়াংশ বা ৪০.৬ মিলিয়ন শিশুই রয়েছে ভারতে।

স্টান্টিং শুধুমাত্র স্বাভাবিক বৃদ্ধিই ব্যহত করে না, এতে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরে।

অ্যাবটস নিউট্রিশন বিজনেসের চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের ডাঃ গণেশ কাধে বলেন, "পুষ্টির শিশুদের সার্বিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ নিশ্চিত করে। অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাদের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমন্বিত সুষম পুষ্টি গ্রহণের দিকে নজর দেওয়া। অ্যাবট, অপুষ্টি সমাধানের জন্য অ্যাবট সেন্টার চালু করেছে।"

পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রো এন্টেরোলজিস্ট প্রফেসর পেড্রো অ্যালারকন বলেন, "স্টান্টিং এমন একটি অবস্থা যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পুষ্টিকর সম্পূরক পানীয় খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজের শোষণ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।"

কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালের পরামর্শক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শুভাশিস রায় MBBS, DCH, MD (Ped), বলেন, "২০১৯ ২০২০-এর রাষ্ট্রীয় স্তরের NFHS রিপোর্ট অনুযায়ী, অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৩৩.৮% স্টান্টড ও ৬৯% শিশু রক্তশূন্যতায় ভুগছে। তাই, অভিভাবককদের উচিত সুষম খাদ্য নিশ্চিত করে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করা।"

ভি এবং ইজিমাইট্রিপ-এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: ভি, ভারতীয় টেলিকম অপারেটর EaseMyTrip.com এর সাথে পার্টনারশিপ করেছে। যেটি লার্জেস্ট অনলাইন ভ্রমণ প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি, যা ব্যবহারকারীদের উন্নত অভিজ্ঞতা প্রদানের চেষ্টায় রয়েছে। এই পার্টনারশিপে ইজিমাইট্রিপ, ভি গ্রাহকদের ভি অ্যাপে ফ্লাইট, হোটেল, ট্রেন, বাস এবং ক্যাব বুকিং-এ এক্সক্লুসিভ ডিল অফার করবে।

এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে, ভি-এর লক্ষ্য তার ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সুবিধা এবং সেরা অফার নিয়ে আসা। সমস্ত ফ্লাইট বুকিংয়ে জিরো কনভেনিয়েন্স ফি থাকবে। এছাড়া ব্যবহারকারীরা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক হোটেল, ছুটির দিন, বাস, এক্টিভিটি এবং ক্যাব বুকিংয়ের অফার পাবেন। অ্যাসোসিয়েশনের অংশ হিসেবে, ব্যবহারকারীরা ভিআই অ্যাপে ভ্রমণ-সম্পর্কিত পরিষেবা যেমন এক্টিভিটি, অভিজ্ঞতা এবং ছুটির প্যাকেজগুলিতে এক্সক্লুসিভ সুবিধা পাবেন। ভবিষ্যতে, ব্যবহারকারীরা ন্যূনতম বুকিং মূল্যে বিনামূল্যে বিমানবন্দর পিক আপ/ড্রপ এবং ফ্লাইটে হোটেল বুকিং-এর মতো অন্যান্য পরিষেবাগুলিতে পাবেন। ভি অ্যাপে ট্র্যাভেল সেকশন চালু করার বিষয়ে ভি-এর সিএমও অবনীশ খোসলা জানিয়েছেন, "ভি-তে, আমাদের গ্রাহকদের জন্য সেরা অভিজ্ঞতা আনার জন্য আমাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টা। আমরা এই পার্টনারশিপ নিয়ে আনন্দিত এবং আশা করি আমাদের গ্রাহকদের ভ্রমণ বুকিংকে আরও আনন্দদায়ক করবে।"

এনএসই এক লাখ কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন

শিলিগুড়ি: ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) প্রথমবারের মতো এনএসই এমার্জ প্ল্যাটফর্মে এক লাখ কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাক্ষী। ২০১২ সাল থেকে, এনএসই এসএমই প্ল্যাটফর্মটি আমাদের দেশের স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইসেস-এর জন্য একটি কার্যকর এবং টেকসই সুযোগ প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ৭,৮০০ কোটির বেশি ফান্ড কালেকশনের সাথে ৩৯৭টি কোম্পানি এনএসই ইমারজ-এ তালিকাভুক্ত হয়েছে। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া নিফটি এসএমই ইমারজ ইনডেক্স, বর্তমানে ১৯টি সেক্টরের ১৬৬টি কোম্পানির কোঅর্ডিনেশনে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৩৯.৭৮% সিএজিআর দেখানো হয়েছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাক রেকর্ড এবং আমাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে এসএমই সেক্টরের অবদানকে নির্দেশ করে। বছর শুরুর দিকে, এনএসই তার মেইনবোর্ড প্ল্যাটফর্মে এসএমই তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে এনএসই এমার্জ মানকে উন্নত করেছিল। বর্তমানে, ১৩৮টি কোম্পানি এনএসই মেইনবোর্ড প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হয়েছে। শ্রীরাম কৃষ্ণান, চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার, এনএসই জানিয়েছেন, "এনএসই এমার্জ লিস্টেড কোম্পানি এক লক্ষ কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অতিক্রম করা একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। আমরা ভারতীয় এমএসএমই গুলিকে এনএসই এমার্জের মাধ্যমে ক্যাপিটাল সংগ্রহের বিকল্প উৎস এক্সপ্লোর করার আহ্বান জানাই।"

ভারতে চালু হল কেএফসির ১০০০তম রেস্তোরাঁ

শিলিগুড়ি: ১৯৯৫ সালে ভারতে প্রথম কেএফসি রেস্তোরাঁ চালু হয়। তারপর থেকে দেশে ভালো খাবার পরিবেশনে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবার দেশে কেএফসির ১০০০তম রেস্তোরাঁ চালু হল, যা ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা কেএফসি-এর যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

কেএফসি ইন্ডিয়ার মেনুতে রয়েছে আইকনিক হট অ্যান্ড ক্রিস্পি বাকেট, জিঙ্গার বার্গার, পপকর্নের মতো খাদ্য। কেএফসি ইন্ডিয়ার সব খাবার স্থানীয় ভালো মানের উপাদান থেকে সদ্য প্রস্তুত করে পরিবেশন করা হয়। কেএফসি-তে বর্তমানে ২০টির বেশি অল-ডিজিটাল স্মার্ট রেস্তোরাঁ রয়েছে। 'কেএফসি ক্ষমতা' কর্মসূচী নারীদের কর্মশক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। এবং গত এক দশকে, কেএফসি ৪২জন বিশেষ এবং ২২০ জনের বেশি বাক ও শ্রবণ-প্রতিবন্ধী কর্মীদের নিয়ে একটি দল তৈরি করেছে। ২০২১ সালে, ব্র্যান্ডটি 'কেএফসি ইন্ডিয়া সহায়ক' চালু করে। ১০০০তম রেস্তোরাঁর উদ্বোধন উপলক্ষে, KFC ভারত জুড়ে ১০০০ সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে খাদ্য রেশন দিয়ে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।কেএফসি-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশীদার দেবযানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং স্যাফায়ার ফুডস ইন্ডিয়া লিমিটেড (SFIL) ব্র্যান্ডের বৃদ্ধিতে একটি অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে। দেবযানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের নন-এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান শ্রী রবি জয়পুরিয়া বলেছেন, "এই অবিশ্বাস্য মাইলফলক তৈরির জন্য কেএফসি ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন।" স্যাফায়ার ফুডস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর গ্রুপ সিইও শ্রী সঞ্জয় পুরোহিতও কেএফসি-এর যাত্রার অংশ হতে পেরে স্যাফায়ার যথেষ্ট গর্বিত বলে জানিয়েছেন। কেএফসি ইন্ডিয়া এবং পার্টনার কান্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মোক্ষ চোপড়া বলেছেন, "এই বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড, দেশের সঙ্গে একত্রে বেড়ে উঠতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

স্কেচার্সের নতুন স্টোর উদ্বোধন হয়েছে শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি: স্কেচার্স, কমফোর্ট টেকনোলজি কোম্পানির নতুন স্টোরের উদ্বোধন হয়েছে শিলিগুড়ির সিটি সেন্টার মলে। স্থানীয় ক্রীড়াবিদ এবং উত্সাহীদের নিয়ে সফল শিলিগুড়ি কমিউনিটি গোল চ্যালেঞ্জে। তিন দিনের ইভেন্টের লক্ষ্যে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ফিটনেস প্রচার। অংশগ্রহণকারীরা এম্বিসিয়াস ১,০০০-কিলোমিটার চ্যালেঞ্জটি সম্পন্ন করতে একত্রিত হয়েছে সাথে যোগ দিয়েছেন বলিউড সেলিব্রিটি মৌনি রায়। স্কেচার্স সফলভাবে ভারত জুড়ে ফিটনেস এবং কর্মসংস্থানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন শহরে কমিউনিটি গোল চ্যালেঞ্জের একাধিক এডিশনের আয়োজন করেছে। শিলিগুড়িতে অবস্থিত একটি এনজিও হোপ সালুগারা সোশ্যাল অর্গানাইজেশনকে সমর্থন করার জন্য ১,০০০ কিলোমিটারের সম্মিলিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ভাগ করে নেওয়ার কৃতিত্ব যা উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাহুল ভিরা, সিইও, স্কেচার্স এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইভেন্টে জানিয়েছেন, "স্কেচার্সে, আমরা মুভমেন্ট এবং ব্যস্ততার শক্তিতে বিশ্বাস করি-এবং এই চ্যালেঞ্জটি একতা এবং পারসেভেরেন্স-এর উদাহরণ দেয়। আমরা কেবল ফিটনেসের কথাই বলছি না বরং আমাদের ইউনিটিকে তুলে ধরেছি। শিলিগুড়িকে আরও সমর্থন করার লক্ষ্যে স্কেচার্স আমাদের স্থানীয় ক্রীড়াবিদদের সহায়তা করতে হোপ সালুগারা সোশ্যাল অর্গানাইজেশনকে সুস দান করবে।" মৌনি রায়, ফিটনেস এবং সুস্থতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত, তার উত্সাহ শেয়ার করেছেন, "এই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য স্কেচার্সের আয়োজিত শিলিগুড়ি কমিউনিটি গোল চ্যালেঞ্জের অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত। ফিটনেস এবং সুস্থতার বিষয়ে একটি সাধারণ লক্ষ্যের জন্য সবাইকে একত্রিত হতে দেখে ভীষণ ভালো লাগছে এটি সত্যি অনুপ্রেরণাদায়ক। ফিটনেস এবং সুস্থতার বিষয়ে। আমি বিশ্বাস করি এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের আত্মা এবং সম্মিলিত অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।"

অ্যামাজন নিয়ে এসেছে ওয়ারড্রোব রিফ্রেশ সেল

শিলিগুড়ি: শীতের অগমনের সাথে সাথে আপনার ওয়ারড্রব রিফ্রেশ করার সময় এসেছে। এটি অ্যামাজন ওয়ারড্রোব রিফ্রেশ সেলের ১৩তম এডিশন। অ্যামাজন ৮-১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই ছয় দিনের কেনাকাটায় হিউসেন, লেভিস, ভেরো মোডা, অ্যাডিডাস, পুমা, ফসিল, টাইটান, আমেরিকান ট্যুরিস্টার, মোকোবারা, জিআইভিএ, ল্যাকমে, লোরেয়াল বিভিন্ন প্রোডাক্ট সহ আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ডে বিশেষ ডিল এবং অফারের প্রতিশ্রুতি দেয়।

ক্রিসমাস ব্রাঞ্চ এবং হাউস পার্টি থেকে শুরু করে বিবাহ, ট্রাভেল এস্কেপ এবং নববর্ষ উদযাপনের পোশাককে বেঁছে নিতে এই সুযোগটি ব্যবহার করুন। ১২০০+ ব্র্যান্ড জুড়ে ৪৫ লক্ষ+ স্টাইল সহ বেঁছে নিন হাতব্যাগ, ঘড়ি, গহনা, সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ফ্যাশন ফ্যানরা এক্সক্লুসিভ কালেকশনের সাথে রাত্রি ৮টার ডিল উপভোগ করতে পারবেন, এছাড়া ৩০% ছাড় সহ বিভিন্ন অফার পাবেন। যার মধ্যে ২০% পর্যন্ত ছাড়, শীর্ষ ব্র্যান্ডের কেনাকাটার সাথে বিনামূল্যে উপহার, সর্বনিম্ন ৭০% ছাড় ক্লিয়ারেন্স স্টোর সহ।

ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যামাজন ফ্যাশন, সৌরভ শ্রীবাস্তব, জানিয়েছেন, "আমরা অ্যামাজন ফ্যাশন আমাদের ওয়ারড্রোব রিফ্রেশ সেলের ১৩তম সংস্করণ উন্মোচন করতে পেরে আনন্দিত। এই বছরের সংস্করণটি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলির সাথে একটি উন্নত কেনাকাটার অভিজ্ঞতার প্রদান করতে প্রস্তুত।"

শিলিগুড়ি শহরে সোচের নতুন স্টোর

শিলিগুড়ি: সোচ ভারতের এথেনিক পোশাকের বড় ব্র্যান্ড। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে তার প্রথম স্টোর উন্মোচনের ঘোষণা করেছে। এই নতুন স্টোরটি পূর্বে সোচের আরও সম্প্রসারণকে চিহ্নিত করে কারণ এটি শিলিগুড়ির ফ্যাশন-ফরওয়ার্ড মহিলাদের জন্য এথেনিক পোশাকের বিশেষ কালেকশন নিয়ে আসে।

সেন্ট্রাল পার্ক হোটেল বিল্ডিং-এ অবস্থিত, নতুন স্টোরটি ১৩৫০ বর্গফুটেরও বেশি আয়তনের জায়গা জুড়ে রয়েছে। এই পাইকারি স্টোরটি কেনাকাটার বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রদান করে যা এথেনিক পোশাকে কোয়ালিটি এবং স্টাইল সরবরাহ করার জন্য ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। স্টোরটি নতুন উত্সব কালেকশন অফার করবে "Tyohaar" যা মর্ডান এবং ট্র্যাডিশনাল স্টাইলকে মিশ্রিত করে। গ্রাহকরা শাড়ি, চুড়িদার সেট, ড্রেস, কুর্তা, লেহেঙ্গা এবং ফিউশন পরিধান সহ ক্লাসিক এবং সমসাময়িক কালেকশনের বিভিন্ন রেঞ্জ পাবেন।

নতুন স্টোর লঞ্চের বিষয়ে, সোচ অ্যাপারেলস প্রাইভেট লিমিটেড এর কো-ফাউন্ডার এবং সিইও বিনয় চাটলানি জানিয়েছেন, "আমরা সোচকে সুন্দর এবং নির্মল শহর শিলিগুড়ির নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত। আমাদের নতুন স্টোরের লক্ষ্য হল শিলিগুড়ির ফ্যাশনেবল মহিলাদের কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করা, যা প্রতিটি স্টাইল এবং উপলক্ষ্যের জন্য এথেনিক পোশাকের একটি কিউরেটেড কালেকশন অফার করে।"

ডিপ্রেশন মুক্ত করতে ডাঃ দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা

বর্ধমান: আশা এবং হতাশার সময়ে, বেশিরভাগ মানুষ তাদের জীবনে অন্তত একবার ডিপ্রেশন মধ্য দিয়ে যায়। এটি একটি মুড যা একজন ব্যক্তিকে আবেগগতভাবে প্রভাবিত করে। বলা হয়ে থাকে যে মনের পরাজিতরা পরাজিত হয় এবং মনের জয়ী হয় বিজয়ী, তাই একজন ব্যক্তি যখন পরাজিত বোধ করেন, তখন ডিপ্রেশন তাকে ধীরে ধীরে আঁকড়ে ধরতে পারে। অনেক সময় ডিপ্রেশনে আক্রান্ত ব্যক্তি তার আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এর থেকে বেরিয়ে আসে, তবে কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। দুঃখের অনুভূতি এবং জীবনের প্রতি অনাগ্রহ তাকে ক্ষতি করতে পারে। তবে, আপনার আশেপাশের কেউ বা আপনার আত্মীয় ডিপ্রেশনে

ভুগলে হঠাৎ করে পরিবর্তনশীল আচরণের মাধ্যমে তা বোঝা যায়। এটি তার দুঃখ, শূন্যতা, বিরক্তির অনুভূতির সাথে তার শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন দেখে বোঝা যায়। এগুলি এমন কারণ যা একজন ব্যক্তির পক্ষে সাধারণ কাজগুলিকেও কঠিন করে তোলে। জেনেটিক, পরিবেশগত এবং বায়োকেমিক্যাল ফ্যাক্টরের কারণ সহ ডিপ্রেশনের অনেক কারণ রয়েছে। এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন ট্রমা, ক্ষতি, বা দীর্ঘস্থায়ী চাপ। যদি একজন ব্যক্তি ডিপ্রেশনের সম্মুখীন হয়, তাহলে বিনা দ্বিধায় একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নেওয়া দরকার। কারণ অনেক সময় এটি সময়ের সাথে ভাল হয়ে যায়, তবে কিছু ক্ষেত্রে, চিকিত্সা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে ডাঃ দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ডিপ্রেশনের সঠিক চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ ও কিছু সাইকোথেরাপির মাধ্যমে লক্ষণগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া রোগীদের কথা ভালোভাবে শোনা এবং অন্যদেরকে এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বলেছেন।

উৎসব মরশুমে প্ল্যাটিনাম ইভারার নতুন কালেকশন

কলকাতা: বছরের সমাপ্তি ঘটুক আনন্দ এবং ছুটির উল্লাসের সাথে। পারিবারিক গেট-টুগেদারের হোক, বন্ধুদের সাথে উৎসবের খাওয়া দাওয়া, এবং রাতের খাওয়া দাওয়া হোক, বা অফিস ক্রিসমাস পার্টি প্রিয়জনদের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনে এটি আপনার স্টাইলকে উন্নত করার উপযুক্ত সময়। আপনি প্রতিটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য নিখুঁত পোশাকের সাথে সঠিক গহনার বেছে নেওয়া আপনার স্টাইলকে আরও উন্নত করতে পারে এবং উত্সবগুলিতে গ্ল্যামের স্পর্শ যোগ করতে পারে। প্ল্যাটিনাম ইভারার লেটেস্ট কালেকশন থেকে বিশেষ প্ল্যাটিনাম গহনার পিস এই মরসুমে আপনার সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ করার সঙ্গী তৈরি করে। তারা থেকে জন্ম নেওয়া, প্ল্যাটিনাম এই গ্রহে বিরল ধাতুগুলির মধ্যে একটি। ৯৫% বিশুদ্ধতার সাথে বিশেষ প্রতিশ্রুতি সহ প্ল্যাটিনাম এভারা-এর নতুন কালেকশনে রয়েছে মনোমুগ্ধকর নেকলেস এবং রিস্টওয়ার, নেকওয়্যার, রিং, এয়াররিংস-এর বিভিন্ন ডিজাইন। এই সুন্দর হীরার পিসগুলি প্রতিটি পোশাক এবং স্টাইলের পরিপূরক। প্ল্যাটিনাম এভারা-এর নতুন কালেকশনগুলি জুয়েলারি পাইকারি দোকান সহ ওয়েবসাইট: https://ptevara.in/, ফেসবুক: @PlatinumEvara, ইনস্টাগ্রাম: @PlatinumEvara উপলব্ধ।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ায় ইনক্লুসিভ নিয়োগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের সুযোগ

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন ইন্ডিয়া, একটি বৈচিত্র্যময় এবং ইনক্লুসিভ ওয়ার্কফোর্স গড়ে তোলার প্রচেষ্টায়, 'অরোরা' চালু করার ঘোষণা করেছে। এই কর্মসূচী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনন্য প্রতিভাকে কাজে লাগাতে এবং তাদের অর্থপূর্ণ, টেকসই কর্মসংস্থান যোগাতে বানানো। Amazon India ইতিমধ্যে মুম্বই ভিত্তিক একটি অলাভজনক সংস্থা Sol's ARC-এর সঙ্গে কাজ করেছে, যেটি অটিস্টিক এবং বুদ্ধির দিক থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করেছে। দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদেও কোম্পানির ডেলিভারি স্টেশনে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফুলফিলমেন্ট সেন্টার, সর্টেশন সেন্টার ও ডেলিভারি স্টেশনে অ্যামাজনের ৩৫ জনেরও বেশি সহযোগী কাজ করছে। অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর- অপারেশন এইচআর লিজু থমাস বলেন, "গ্রাহক বেস বাড়াতে আমরা বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মী বাহিনী তৈরি করতে চাইছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকা ভাল। Amazon-এর নতুন "পৃথিবীর সেরা নিয়োগকর্তা হওয়ার চেষ্টা করুন"-নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে, আমরা আমাদের কর্মীদের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি। 'অরোরা' হল প্রতিবন্ধীদের জন্য আরেকটি উদ্যোগ।" মুম্বইতে অ্যামাজনের ডেলিভারি স্টেশনে লার্নিং ডিসেবিলিটির সহযোগী খুশী ঠক্কর, সোলস আর্কের সঙ্গে অ্যামাজনের পাইলট প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "অ্যামাজনে এসে সিনিয়র এবং আমার সহকর্মীদের সাহায্যে আমি স্ক্যান করতে শিখছি, এবং গ্রাহকের অর্ডার বাছাই করতে শিখছি। "

Amazon-এর Aurora কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর্মচারীদের প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহযোগী হতে অনুপ্রাণিত করবে। এছাড়াও, Amazon নারী, সামরিক অভিজ্ঞ এবং LGBTQIA+ সম্প্রদায়ের লোকজনকে জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে। কোম্পানিটি ২০১৭ এর জানুয়ারী মাসে মুম্বইতে ডেলিভারি সার্ভিস পার্টনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে 'সাইলেন্ট ডেলিভারি স্টেশন' চালু করেছে। যেখানে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের দ্বারা স্টেশনটি পরিচালিত। Amazon এর অপারেশন সাইটগুলিতে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ডিজাইন করা হবে।

ফ্লিপকার্ট জিরো ওয়েস্ট প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট গ্রুপ ভারতে ল্যান্ডফিলগুলির সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি সফলভাবে এক বছরে আনুমানিক ৩০০০ টন অ-বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য সরাতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের জিরো ওয়েস্ট প্রচেষ্টার জন্য টোটাল রিসোর্স ইউজ অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি গোল্ড সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। ট্রু-সার্টিফাইড প্রকল্পগুলিকে অবশ্যই কঠোর সম্পদ ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য পূরণ করতে হবে, ল্যান্ডফিল, পুড়িয়ে ফেলা এবং পরিবেশ থেকে একটি সুবিধার বর্জ্যের কমপক্ষে ৯০% সরানো হবে। ফ্লিপকার্টের ট্রু-সার্টিফাইড সুবিধাগুলি ফারুখনগর (হরিয়ানা), উলুবেরিয়া (পশ্চিমবঙ্গ), মালুর (কর্নাটক) এবং রেনেসাঁ (মহারাষ্ট্র) এ অবস্থিত এবং ১.৮ মিলিয়ন বর্গফুট এলাকা জুড়ে রয়েছে। সংস্থাটি কেবলমাত্র চারটি সাইট জুড়ে ৯৭% এর বেশি বর্জ্য ডাইভারশন অর্জন করে ডাইভারশন রেটগুলির জন্য সার্টিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করেনি বরং অতিক্রম করেছে।

ফ্লিপকার্ট তার নিজস্ব স্থানে তৈরি সমস্ত কাগজ এবং প্লাস্টিকের স্ক্র্যাপের জন্য একটি বৃত্তাকার অর্থনীতি সক্ষম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৩টি সাইট জুড়ে সার্কুলার ইকোনমি অ্যাপ্রোচ সক্রিয় করা হয়েছে, যা ফ্লিপকার্ট-এর মোট পেপার স্ক্র্যাপ জেনারেশনের প্রায় ৫০% অনুবাদ করে। জিরো ওয়েস্ট পলিসি এবং ট্রু গোল্ড সার্টিফিকেশন সম্পর্কে বিষয়ে, হেমন্ত বদ্রি, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সাপ্লাই চেইন প্রধান, কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড রিকমার্স, ফ্লিপকার্ট গ্রুপ, "এই শংসাপত্রগুলি অগ্রগামী পরিবেশ-সচেতন বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিকে বৈধ করে, যা আমাদের ব্যবসা এবং আমাদের ভাগ করা বিশ্বকে প্রভাবিত করে।"

২০২৩ হিরো ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জে টাইগার উডস পথ দেখাচ্ছেন

কলকাতা: বাহামাসের আলবেনিতে ২০২৩ হিরো ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জের আগে প্রো-অ্যাম-এ টাইগার উডস তার প্রথম সেমি-কম্পিটিটিভ রাউন্ড শেষ করলেন। মাঠে থাকা ২০ জন খেলোয়ারদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বে প্রথম সারির স্কটি শেফলার, যিনি পরপর দুবার নরওয়েজিয়ানের ভিক্টর হভল্যান্ডের পিছনে থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ভিক্টর হিরো ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জে তিনবার প্রথম হন। এবছর এপ্রিলে অগাস্টায় মাস্টার্সের দ্বিতীয় রাউন্ডের তিনি খেলা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর প্রথমবার মাঠে ফিরলেন।

১৫ বারের বিজয়ী উড, এবার Hero MotoCorp-এর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ডঃ পবন মুঞ্জালের সঙ্গে তার প্রো-অ্যাম রাউন্ড খেলেছেন। ২০১৯ সালে ব্যথা পাওয়ার পর তিনি আবার ইভেন্টে অংশ নিলেন। উডস এই টুর্নামেন্টে পাঁচবারের বিজয় লাভ করেছেন। ২০২০ সালে ইভেন্টটি কোভিডের কারণে বাতিল করা হয়েছিল। Hero MotoCorp পুরস্কার মূল্য ৩.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪.৫ মিলিয়ন ডলার করেছে। বিজয়ীরা জেতার পর ১ মিলিয়ন ডলার পান। ২০২৪ সালে যা ৫ মিলিয়ন ডলার হবে।

বর্তমানে বিশ্বের নম্বর ওয়ান হলেন স্কটি শেফলার এবং আরও পাঁচজন নম্বর ওয়ান খেলোয়ার রয়েছেন। ক্লাবটিতে উডস রয়েছে, যিনি রেকর্ড মাফিক ৬৮৩ সপ্তাহ ধরে বিশ্বে নম্বর ওয়ান ছিলেন। বাকিরা হলেন জর্ডান স্পিথ, জাস্টিন থমাস, জাস্টিন রোজ এবং জেসন ডে। জর্ডান স্পিথ ২০১৪ সালের এইচডব্লিউসি-তে তার অভিষেকের কথা স্মরণ করে বলেন, "এটা মজার ছিল। আমি তখন ২১ বছর বয়সী। প্রথমে অস্ট্রেলিয়া তারপর হিরো ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জে খেলা বেশ ভালো এবং মজাদার ছিল।"

নিডেল স্টিক ইনজুরিসের প্রতিরোধে বিডি ইন্ডিয়ার উদ্যোগ

কলকাতা: বিডি ইন্ডিয়া কলকাতায় ১১তম ইনফিউশন নার্সেস সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে তার ইনফিউশন থেরাপির সময় নিডেল স্টিক ইনজুরিসের প্রতিরোধ নিরাপত্তার প্রথম উদ্যোগ চালু করেছে। উদ্যোগটি ৩০০ টিরও বেশি স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অংশগ্রহণ করেছিল। বিডি ইন্ডিয়া ইনফিউশন নার্সেস সোসাইটির সহযোগিতায় রোড টু জিরো শার্পস ইনজুরি নিয়ে একটি প্যানেল আলোচনা পরিচালনা করেছে যেখানে প্যানেলিস্টের উপর জোর দিয়েছিলেন।

সেফটি-ফার্স্টের উপর প্যানেল আলোচনার পাশাপাশি, বিডি আইএনএস মাস্টারমাইন্ড কুইজের ৭ তম এডিশনের বিজয়ী দল, যেমন অ্যাস্টার মেডিসিটি, কোচিও এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হয়েছিল। এই বছর, বিডি আইএনএস মাস্টারমাইন্ড কুইজে সারা দেশের হাসপাতাল থেকে ১২০০০+ নার্স অংশগ্রহণ করেছে। গ্র্যান্ড ফিনালেতে দুই সদস্যের পাঁচটি রিজিওনাল বিজয়ী দল ছিল ম্যাক্স হাসপাতাল, সাকেত, নয়াদিল্লি থেকে; মিশন হাসপাতাল, দুর্গাপুর; ফোর্টিস হাসপাতাল, কল্যাণ; ভাসাভি ট্রাস্ট হাসপাতাল, ব্যাঙ্গালোর এবং অ্যাস্টার মেডিসিটি, কোচি। বিডি সেফটি ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ সম্পর্কে বিডি ইন্ডিয়া/দক্ষিণ এশিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অতুল গ্রোভার জানিয়েছেন, " স্বাস্থ্যের বিশ্বকে এগিয়ে নেওয়ার আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে একত্রিত হয়ে, বিডি ইন্ডিয়ার সেফটি-ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভের লক্ষ্য হল নিরাপত্তার প্রাথমিক গ্রহণকারীদের একটি উন্নত প্রযুক্তির যুক্ত প্ল্যাটফর্ম প্রদান।"

ইনো চিউই বাইটস- সুস্বাদু চিউয়েবল অ্যান্টাসিড এল ভারতে

আসানসোল: হ্যালন তথা ইস্টহোয়াইল গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন কনজিউমার হেলথকেয়ার এর অ্যান্টাসিড ব্র্যান্ড, ইনো ভারতে নিয়ে এল চিউয়েবল অ্যান্টাসিড 'ইনো চিউই বাইটস', যা লেবু ও কমলালেবুর স্বাদে উপলব্ধ। কোম্পানির মার্কেটিং হেড মিসেস অনুরিতা চোপড়া বলেন, "আমাদের লক্ষ্য অ্যাসিডিটি থেকে শুধু তাৎক্ষণিক মুক্তি দেওয়া নয়, ওষুধ সেবনেও বিকল্প পদ্ধতি আনা।" ডাইজেস্টিভ হেলথ-এর ক্যাটেগরি লিড মিঃ কিশলে শেঠের বক্তব্য, "আধুনিক জীবনধারায় বাড়ির বাইরে খাওয়া দাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

এতে অ্যাসিডিটির সমস্যাও বাড়ছে। এধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। তাই সহজে বহন করা যায় এবং সহজেই খাওয়া যায় এমন চিউই বাইটসের উদ্ভাবন।" ইনো চিউই বাইটস-এর বিজ্ঞাপণ প্রচার হবে টেলিভিশন, প্রিন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিজ্ঞাপণের দায়িত্বে ছিল ওগিলভি অ্যান্ড ম্যাথার এবং নির্মাতা ইউবিক ফিল্মসের সূর্য দেব। ওগিলভি ইন্ডিয়া (উত্তর)-এর চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার মিসেস রিতু শারদার কথায়, "নতুন বিজ্ঞাপণে দেখানো হয়েছে একজন মা অ্যাসিডিটির বিরুদ্ধে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূতা, যাঁর অস্ত্র এই চিউই বাইটস". পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে, ইনো লক্ষ লক্ষ মানুষকে অ্যাসিডিটি থেকে স্বস্তি দিয়ে আসছে। এখন যেখানেই অ্যাসিডিটি হোক বিমানবন্দর, স্টেশন, রেস্তোরাঁ বা মল ইনো-এর নতুন চিউই অ্যান্টাসিডে সঙ্গে সঙ্গে মিলবে স্বস্তি। এতে রয়েছে ১০০০ মিলিগ্রাম খটিকা চূর্ণের মতো প্রাকৃতিক উপাদান যা ১ মিনিটের মধ্যে অ্যাসিডিটি নির্মূলে সাহায্য করবে। ১২ বছরের উর্দ্ধে যে কেউ এই চিউই বাইটস সেবন করতে পারে। এটি কেনা যাবে একটি পাউচে। এছাড়া ১০টি ও ৩০টির পাউচও একসঙ্গে পাওয়া যাবে।

লাইফ ইন্স্যুরেন্সে তথ্য প্রদানে টাটা এআইএ-এর ভূমিকা

মুম্বই: টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, একটি জীবন বীমা কোম্পানি, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ উন্মোচন করেছে, যা ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-এর ২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বীমা'-র সুবিধা প্রদানে জোর দিয়েছে। বিমারথের সাহায্যে ২৫-২৯ নভেম্বরের মধ্যে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভ্রমণ করেছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য শিলিগুড়ি, মালাদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার সহ পাঁচটি জেলায় জীবন বীমার সুবিধা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। উত্তরবঙ্গ সহ এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য এই কার্যকলাপটি ডিসেম্বরে অব্যাহত থাকবে। টাটা এআইএ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই জেলাগুলিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করেছে।

২২ নভেম্বর থেকে অন্য একটি উদ্যোগে, টাটা এআইএ ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারাভিযান চালাচ্ছে যা রাজ্য জুড়ে ৪ কোটিরও বেশি লোকের কাছে জীবন বীমার সুবিধা এবং এর সমাধানগুলিকে পৌঁছে দিয়েছে এবং সেভিংস প্ল্যান, পেনশন প্ল্যান, টার্ম প্ল্যান এবং ইউনিট-লিঙ্কড প্ল্যানের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ মার্কেটিং অফিসার গিরিশ কালরা জানিয়েছেন, "ভারতীয় পাঠক সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের শহুরে মাত্র ২৫% লোক জীবন বীমা পলিসির মালিক। আমরা ভারতীয়দের তাদের ভবিষ্যতকে ভোক্তা-কেন্দ্রিক আর্থিক পণ্যগুলির সাথে সুরক্ষিত করতে অনুপ্রাণিত করতে চাই যা সুরক্ষা, সঞ্চয় এবং স্বাস্থ্যের সুস্থতার পরিকল্পনা প্রদান করে।"

গ্রাহকদের সুবিধার্থে টাটা মোটরসের নতুন এডিশন

শিলিগুড়ি/কলকাতা: টাটা মোটরস ভারতের বাণিজ্যিক যানবাহন তৈরি কোম্পানি প্রথম এবং শেষ মাইল পরিবহনকে আরও দক্ষ করার প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ নতুন ইন্ট্রা ভি70, ইন্ট্রা ভি20 গোল্ড এবং এসিই এইচটি+ লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। এই নতুন যানবাহনগুলি উন্নত অর্থনীতির সাথে লং ডিস্টেন্সের উচ্চতর পেলোড বহন করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। টাটা মোটরস তার জনপ্রিয় ইন্ট্রা ভি50 এবং এসিই ডিজেল গাড়ির উন্নত এডিশন চালু করেছে। গাড়িগুলির জন্য বুকিং-এর জন্য টাটা মোটরস সিভি ডিলারশিপ সুবিধা প্রদান করেছে। লঞ্চের বিষয় সম্পর্কে, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, টাটা মোটরস গিরিশ ওয়াঘ জানিয়েছেন, "বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সর্বোত্তম সমাধান প্রদানের পাশাপাশি, আমাদের স্মল বিজনেস ভেহিকল এবং পিকআপগুলি গ্রাহকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। দ্রুত নগরায়ন, ই-কমার্স কে উন্নত সহ বিভিন্ন বৃদ্ধি ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। স্বতন্ত্র গ্রাহকদের পাশাপাশি ফ্লিট মালিকদের বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণ করছে।"

টমটম গাড়ি আজও রাসমেলার অন্যতম আকর্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেলা কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরের রাসমেলা ইতিমধ্যেই এই মেলাকে হেরিটেজ আখ্যা দেওয়ার জন্য তোরজোর শুরু হয়েছে জোর কদমে। কোচবিহারের রাসমেলা এইবার ২১১-তে পা দিয়েছে। তবে এই রাসমেলার কথা বললেই অনায়াসে চলে আসে মেলার অন্যতম আকর্ষণ টমটম গাড়ি। ছোটো থেকে বড় সকলেরই এই টমটম গাড়ির প্রতি অমোঘ আকর্ষণ। প্রতিবছর মেলা শুরু হওয়ার ঠিক আগে সপরিবারে নুর ইসলামের মত একাধিক ব্যবসায়ীরা টমটম গাড়ির পসরা নিয়ে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে এসে পড়েন। তারাই যেন রাসমেলা শুরুর আগমনী বার্তা নিয়ে আসেন কোচবিহারবাসীর জন্য।

বিহার থেকে আসা এই ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞেস করলেই যেন তাদের কণ্ঠে ভেসে এই মেলা নিয়ে ভালোবাসা উৎসাহ উদ্দীপনার কথা। তারা যে কোচবিহারের মেলাকে আলাদা গুরুত্ব দেন। তা তাদের কথাতেই যেন ফুটে ওঠে। সারা বছর অন্যান্য কাজে তারা জীবিকা নির্বাহ করলেও প্রতিবছর যেন রাসমেলাতে তাদের আসতেই হবে। যেন কোন এক অজানার টান তাদের মধ্যে থেকে যায় বারবার। ব্যবসা করে মোটা টাকা আয় করতে হবে এটা তাদের প্রধান নেশা নয়, রাসমেলায় এসে টমটম গাড়ির আওয়াজে মাতিয়ে তুলতে হবে রাসমেলার ময়দান। সেটা যেন তাদের মনে আলাদা সুখ এবং শান্তি এনে দেয় বারবার। কোচবিহারের রাসমেলা ও টমটম গাড়ি থেকে যায় সকলের স্মৃতিতে।

অবৈধ গাজা ক্ষেত কেটে পুড়িয়ে দিল দিনহাটা থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পেটলা ও গিতালদহের বিভিন্ন এলাকায় জমির অবৈধ গাজা ক্ষেত কেটে পুড়িয়ে দিল দিনহাটা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দিনহাটা থানার অন্তর্গত পেটলায় ৩৫ বিঘা ও গিতালদহে ৮ বিঘা জমির অবৈধ গাঁজা ক্ষেত কেটে পুড়িয়ে দেয় দিনহাটা থানার পুলিশ। দিনহাটা থানা সূত্রে জানানো হয় আজ মোট ৪৩ বিঘা জমির অবৈধ গাঁজা ক্ষেত কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামীতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সময় মতো অফিসে না আসায় শোকজ করল বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: সময়মতো দপ্তরে না আসায় বেশ কয়েকজন আধিকারিক ও কর্মচারীকে শোকজ করলেন বিডিও। বুধবার সকাল ১০ টা ৫ মিনিট নাগাদ ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সারপ্রাইজ ভিজিট করেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন যে অফিসে কেউ নেই। এদিকে কয়েকজন নাগরিক ইতিমধ্যেই পরিষেবা নিতে চলে এসেছেন। একটু বাদেই কার্যালয়ে পৌঁছান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম। এদিকে প্রায় সাড়ে ১০ টা বেজে গেলেও অধিকাংশ আধিকারিক বা কর্মচারী অনুপস্থিত ছিলেন। এরপরই বেশ কয়েকজন আধিকারিক ও কর্মচারীকে শোকজ করেন বিডিও। পাশাপাশি সময়মতো দপ্তরে না আসায় বিডিওর কাছে ধমক শুনতে হয় স্বাস্থ্যকর্মীকে।

বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, "নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। সেখানে পরিষেবা নিতে এসে নাগরিকরা হয়রানি হবেন তা ঠিক নয়। আমাদের এমন করা উচিত যাতে নাগরিকরা দপ্তরে এসে অপেক্ষা করতে না হয়, যারা দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন তারাই অপেক্ষায় থাকবেন কখন নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়।"

চার রাজ্যের ফলে উল্লসিত বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চার রাজ্যের ফলে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বিজেপি। সম্প্রতি চার রাজ্যের বিধানসভা ভোট হয়। ফলে দেখা গিয়েছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। তার পর থেকেই কোচবিহারের গ্রামে গ্রামে বিজয় মিছিল করতে শুরু করেছে কেন্দ্রের শাসক দল। বিজেপি মনে করছে, ওই জয়ে কর্মী-সমর্থকদের মনোবল অনেকটা চাঙ্গা হয়েছে। বিজয় মিছিল করে সাধারণ ভোটারদেরও তারা কাছে টানতে পারবে বলে মনে করছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "তিন রাজ্যে বিপুল জয় হয়েছে আমাদের। সাধারণ মানুষ যে আমাদের পক্ষে রয়েছে তা স্পষ্ট কোচবিহারে। লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারে আমাদের জয় নিশ্চিত। কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।"

তৃণমূলের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "তিন রাজ্যের ফলের কোনও প্রভাব এই রাজ্যে পড়বে। বিজেপি যা মনে করছে তা যে হবে না অল্প সময়েই বুঝে যাবে।"

কোচবিহারে বিজেপির সংগঠন অনেকটা শক্তিশালী বলেই মনে করা হয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারে ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় ৯ টি আসনের মধ্যে ৭ টিতে জয়ী হয় বিজেপি। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ২০১৮ সালের তুলনায় অনেক ভালো ফল করে বিজেপি। এবারে ২৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে বিজেপি। পঞ্চায়েত সমিতিতেও বিজেপির সদস্য সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এবারে টার্গেট আগামী লোকসভা নির্বাচন। চার রাজ্যের ফল নিয়েই লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নামার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি।

মেছো বিড়াল দত্তক নিলেন স্বস্ত্রীক কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: মেছো বিড়াল দত্তক নিলেন স্বস্ত্রীক কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। সোমবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু-পর্যটনকেন্দ্রে জেলা বন দপ্তরের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে মেছো বিড়ালের ভরণপোষণের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়। এইদিন জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্যের হাতে মেছো বিড়াল দত্তকের চুক্তিপত্র তুলে দেন কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও এঞ্জেল পি ভুটিয়া। এক বছরের জন্য মেছো বিড়ালের ভরণপোষণের দায়িত্বভার নিয়েছেন স্বস্ত্রীক পুলিশ সুপার। এর ভরণপোষণের জন্য কোচবিহার বন দপ্তরকে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা তাঁদের দিতে হবে বলে জানা গিয়েছে।

এই ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, সরকারি নিয়ম মেনে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রসিকবিলের মেছো বিড়াল দত্তক নিয়েছেন। বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা খরচে রাজ্যের জাতীয় পশুকে দত্তক নিয়েছেন তিনি। তবে বন্যপ্রাণীদের জন্য এভাবেই আরো কেউ এগিয়ে আসুক। দত্তক জন্তুদের আলাদা করে দেখভাল ভরণপোষণ করা হলে সেই প্রাণীদের জন্য অনেকটা ভালো হবে। তিনি আরো জানান, শুধু রসিকবিল নয় হাওড়ায় ডিসিপি পদে কর্মরত সময়ে আলিপুর চিড়িয়াখানায় একটি স্টাইপড হায়না দত্তক নিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে বর্ধমানের রমনা বাগান মিনি জু-তে সবুজ ইগুয়ানা দত্তক নিয়েছিলেন পুলিশ সুপারের স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্য। এই ব্যাপারে জেলা বন বিভাগের এডিএফও বিজন কুমার নাথ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জু অথরিটির নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে প্রথমবার রসিকবিল মিনি জু-তে একটি মেছো বিড়াল দত্তক দেওয়া হল। বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা খরচে জেলা পুলিশ সুপার ও উনার স্ত্রী দুজনে মিলে মেছো বিড়াল দত্তক নিয়েছেন।

বিজেপিতে যোগদান, গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভেটাগুড়ি: ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান প্রায় একশোটি পরিবারের বলে জানা গিয়েছে। রবিবার বিকেল ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের হাতে থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়ে প্রায় একশোটি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। প্রসঙ্গত লোকসভা ভোটের আগে রাজস্থান সহ চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বের হতেই দিনহাটার পুটিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দিনহাটা-৭ নম্বর বিধানসভার ২৫৫ নম্বর বুথের প্রায় একশোটি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল। দলবদলের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ, মণ্ডল সভাপতি বিদ্যুৎ কমল সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তৃণমূল অবশ্য এই দল বদলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের পর ভোলা বর্মণ বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা এদিন বিজেপিতে যোগদান করলাম।

জেলাশাসক দফতরে স্মারকলিপি দিলেন বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের দাবিতে ১৫ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি। ২০১৬ সালে সংসদের গৃহীত সমান সুযোগ ও সমান অধিকার আইন মোতাবেক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ৫ শতাংশ হারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবিতে তাদের এই ডেপুটেশন। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে গেলেও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা এই বিষয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত। তাই শারীরিক প্রতিবন্ধীদের এই ১৫ দফা দাবি যদি না মানা হয় তাহলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন এবং অনশনে বসার হুমকি দিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96